শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত এম-এ

প্রচারক :

লেক বুক ষ্টল

১৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীতীর্থকুমার মুখার্জ্জি
১।৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ
: কলিকাতা

দশ আনা

প্রিণ্টার — শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
• ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা •
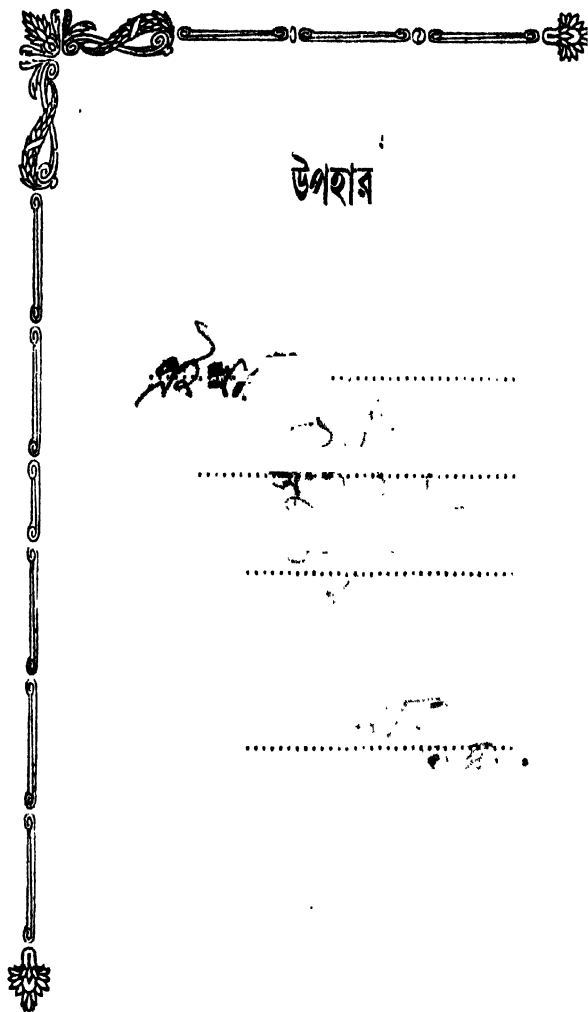
উপহার

এক

বিরূপাক্ষর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় পুরী এক্সপ্রেসে। তারপর ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ হল। লোকটি এমন অমায়িক ও আপন-ভোলা যে দু'মিনিটের মধ্যেই যে-কেউ এর সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে। পুরী

গিয়ে সে মোটে পাঁচদিন ছিল, এবং আমার সঙ্গে একই হোটেলে ছিল। তার কথাবার্ত্তা শুনলে যে-কেউ প্রথমটা তাকে পাগল মনে করবে; কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে পারলুম যে পাগল তো নয়ই, বরং যে-কাজ সে হাতে নিয়েছে তাতে কৃতকার্য্য হলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে সে অভিনন্দিত হবে। তার পরিচয়টা এখানে দিয়ে দেয়া যাক।

তার নাম বিরূপাক্ষ মিত্র। খুব ছেলেবয়সে তার বাবা ও মা মারা যান এবং তখন থেকে এক পিসি তাকে মানুষ করেন। তার বাবা অনেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন, সুতরাং সেদিক থেকে তার কখনও কোন কষ্ট হয় নি। তার পিতৃবন্ধু এক এটর্নিই বিষয়-আশয়ের দেখাশোনা করতেন। সংসারের কাজ বিরূপাক্ষকে দিয়ে কিছু হোতও না, কেউ আশাও করত না। সে যখন বি-এস্ সি পড়ে তখন তার পিসিমা মারা যান এবং তার পর থেকে সে সংসারের প্রতি আরও নির্লিপ্ত ও উদাসীন হয়ে ওঠে। এম্-এস্ সি পাশ করবার পরে সে বাড়াতে একটি প্রকাণ্ড লেবরেটরী স্থাপন করে এবং সেখানেই স্বচ্ছন্দভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কি-সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কাটিয়ে দেয়। প্রায় তিন বছর ধরে সে এমনিভাবে পরীক্ষা করে চলেছে। এপর্য্যন্ত

কি-সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কাটিয়ে দেয়

সব চেষ্টাই বৃথা হয়েছে। এতদিন সে অন্ধের মত শুধু পথ হাতড়েই চলেছে। যখন তার মনে হল যে কৃতকার্য্যতা তার নাগালের মধ্যে, ঠিক সেই সময়েই হোল তার জ্বর এবং ডাক্তাররা দিলে তাকে জোর করে পুরীতে পাঠিয়ে।

আমি একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলুম, সে কি ধরণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা (Research) নিয়ে ব্যস্ত। উত্তরে সে খুব উৎসাহিত হয়ে অনেক কথা বললে। আমাকে এখানে স্বীকার করতেই হবে যে তার অর্দ্ধেকের বেশির কোন মানেই আমি বুঝতে পারিনি, কারণ তার কথার মধ্যে ছিল প্রচুর বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ছড়াছড়ি এবং আমার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তোমাদের কারুর চেয়ে এক ফোঁটা বেশি নয়। যাই হোক, তার কথায় মোটা-মুটি একটা অর্থ আমি বুঝেছিলুম এবং সহজভাবে তাই তোমাদের বলছি।

নিউটনের আবিষ্কৃত ল' অফ্ গ্রাভিটেশন্ সম্বন্ধে তোমরা অনেকেই হয়ত একটু-আধটু জান। গ্রাভিটেশন্ মানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং পৃথিবীর এই শক্তি আছে বলেই সব পদার্থকে সে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তোমার হাত থেকে একটা পেন্সিল পড়ে গেলে সেটা মাটিতে পড়ে, শূন্যে অবস্থান করে না, কারণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে পৃথিবী ঐ পেন্সিলটাকে আকর্ষণ করছে

এবং সেই জন্যেই ওটা তোমার হাত থেকে ধুপ্ করে সোজাসুজি মাটিতে পড়ে। শুধু পেন্সিল নয়, অন্যান্য সব জিনিষকেই পৃথিবী একইভাবে আকর্ষণ করছে। সেই জন্যে গাছ থেকে ফল মাটিতে পড়ে এবং এরো-প্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলে ভেসে এসে মাটিতেই পড়বে। সুতরাং সব জিনিষের ওপরেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করে, কিছুই পৃথিবীর আকর্ষণী ক্ষমতার বাইরে নয়। বিরূপাক্ষ এতদিন ধরে এমন একটা কিছু আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছিল যার ওপরে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করবে না। কতকগুলো বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে এমন একটা ধাতব পদার্থ নাকি গড়ে তোলা সম্ভব যা' গ্রাভি-টেশনের বাইরে থাকবে, অর্থাৎ সেই ধাতব পদার্থটিকে হাত থেকে ফেলে দিলে সেটা মাটিতে না পড়ে একটা হাউই বাজি অথবা রকেটের মত আকাশের দিকে উঠে যাবে। তেমনি সেই ধাতব পদার্থটির ওপরে যদি লোহা অথবা অন্য কোন জিনিষ চাপানো যায়, তা' যতই ভারি হোক না কেন, তাহলে সেটা ঐ ভারি জিনিষগুলো শুদ্ধ ওপরে উঠে যাবে; অর্থাৎ ঐ ধাতব পদার্থটির সংস্রবের ফলে লোহা ও অন্যান্য ভারি জিনিষগুলির ওপরেও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করবে না। এখন পর্য্যন্ত ঐ' পদার্থটি কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি,

আবিষ্কৃত হতে পারে এরকম ধারণাও বোধ করি কারুর মাথায় ঢোকেনি। যদিও এতদিন পর্য্যন্ত তার সব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানই বৃথা হয়েছে, তবুও অদম্য উৎসাহে বিরূপাক্ষ কাজ করে যাচ্ছে। তার ধারণা শীগ্‌গিরই সে কৃতকার্য্য হবে।

সব কথা শুনে তার উৎসাহ দীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বললুম, "তুমি পারবে। যদি কেউ কখন এ'কাজ পারে তাহলে সে তুমি। কিন্তু কৃতকার্য্য হবার পরে কি করবে?"

আমার কথার কোন অর্থ যেন বুঝতে পারেনি এমনি-ভাবে সে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি আরও পরিষ্কার করে বললুম, "তোমার অনুসন্ধানের শেষে অভীপ্সিত ধাতব পদার্থটি আবিষ্কার করবার পরে তুমি কি করবে? সেইখানেই থামবে না ঐ পদার্থটি কোন কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে?"

বিরূপাক্ষ বিস্ময়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "কাজে লাগাব? কোন্ কাজে লাগাব?"

আমি বুঝলুম, সে শুধু জ্ঞানবৃদ্ধির জন্যেই জ্ঞানলাভ করতে চায়। এ পর্য্যন্ত যা' কেউ করতে পারেনি সে তাই করে বিজ্ঞান জগৎকে স্তম্ভিত করে দেবে এই আনন্দই তার পক্ষে যথেষ্ট। কলেজের পড়া শেষ করে

ঠিক করেছিলুম কোন একটা ব্যবসা ফেঁদে বসব। বিরূপাক্ষর কথা শুনে তক্ষুণি ঠিক করে ফেললুম যে ওর আবিষ্কারের ফলই হবে আমার ব্যবসার মূলধন। প্রথমেই আমার মনে হল, যুদ্ধের সময় ভারি কামান ও অন্যান্য দ্রব্যাদি চোখের নিমিষে এক যায়গা থেকে আর এক যায়গায় নীত হচ্ছে; ভার উত্তোলনের জন্যে পুলি, ক্রেণ এসব একে একে অচল হয়ে যাচ্ছে; তারপর জাহাজে, ট্রেণে, এমন কি প্রত্যেক বাড়ীতে এ বস্তুটির প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল এক প্রকাণ্ড কোম্পানী যার শাখা-প্রশাখা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে, এবং আমি সেই কোম্পানীর সর্ব্বময় কর্ত্তা; অর্থে ও মানে আমার সমকক্ষ তুনিয়াতে কেউ নেই।

বিরূপাক্ষকে ব্যবসায় সংক্রান্ত এসব কথা বুঝিয়ে বললুম। কিন্তু তাতে সে কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে বললে, "ওসব হাঙ্গামের মধ্যে আমি থাকতে পারব না। পেটেণ্ট্ টেটেণ্ট্ আমার মাথায় ঢোকেও না। ব্যবসার ভারটা তুমিই নিয়ে নিও।"

তারপর বিরূপাক্ষ ফিরে যাবার সময় তার কলকাতার ঠিকানা আমাকে দিয়ে গেল এবং সেখানে ফিরে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বার বার অনুরোধ করল।

দুই

পুরী থেকে আমি প্রায় দেড়মাস পরে ফিরলুম। প্রথমেই মনে পড়ল বিরূপাক্ষকে। তার রিসার্চ্চ্ কতদূর অগ্রসর হল তা' জানবার জন্যে আমি স্বভাবতই অত্যন্ত কৌতূহলী হয়েছিলুম। তাই তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

তার লেবরেটরীর দরজা ভেজান ছিল—আস্তে ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ভিতরের দৃশ্য দেখে আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বোধকরি লেবরে-টরীতে কাজ করবার জন্যে বিরূপাক্ষ হাত-কাটা টুইলের সার্ট্ ও সাদা পাৎলুন পরেছিল। আমি বাইরে থেকে দেখতে পেলুম সেই বেশে সে লেবরেটরীর ভেতরে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। তিড়িং-তিড়িং করে লাফ দিয়ে সে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তার নৃত্যের সঙ্গে লেবরেটরীর যন্ত্রপাতিগুলো যে সমন্বয় রাখতে না পেরে

সে লেবরেটরীর ভেতরে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিয়েছে……

চারদিকে ছত্রখান হয়ে পড়ছে সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। আমার ভয় হল বিরূপাক্ষ হয়ত পাগল হয়ে গেছে। ওকে না জানিয়ে ফিরে যাব কিনা ভাবছি এমন সময় আমাকে দেখতে পেয়ে সে চীৎকার করে উঠল, "আরে মুকুল যে—এস এস। নিউটনের ল অফ্ গ্রাভি-টেশনের আমার লেবরেটরীতে কি অবস্থা হয়েছে দেখবে এস।"

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "ব্যাপার কি? খুব খুসি হয়েছ মনে হচ্ছে।"

"হব না? তিন বছর অক্লান্ত চেষ্টার পরে আজ আমি প্রকৃতিকে জয় করতে সক্ষম হয়েছি। আমি সেই ধাতব পদার্থটি আবিষ্কার করেছি যার ওপরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করবে না। একবার ভেবে দেখ আমার এই আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগতে কি বিপুল সাড়ার সৃষ্টি করবে।"

আমি তখন ব্যগ্রভাবে বললুম, "কই দেখি সে পদার্থটি।" নিজের চোখে না দেখা পর্য্যন্ত তার কথা যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

তখন হাত ধরে টেনে সে আমাকে নিয়ে লেবরে-টরীতে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে ঠিক মাঝামাঝি যায়গায় একটি

বৈদ্যুতিক বার্ণার জ্বলছে এবং তার ওপরে একটা বাটিতে কি একটা পীতাভ পদার্থ টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। দূর থেকে সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিরূপাক্ষ কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের নাম করলে যার সংমিশ্রণের ফলে নাকি ঐ প্রকার ধাতবীয় পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং ওর মধ্যে এখনও নাকি দু'একটা অশুদ্ধ অংশ (impurities) আছে যার জন্যে ওটা এখনও সম্পূর্ণ মাধ্যাকর্ষণ বিমুক্ত হতে পারেনি। তবে অশুদ্ধ অংশ-গুলিকে বাদ দিয়ে অথবা আবশ্যকানুযায়ী পরিবর্ত্তন করে সে যা' চায় তাতে রূপান্তরিত করা অতি সামান্য পরিশ্রমের ব্যাপার। তারপরে সে আরও বললে, "তোমার মাথায় প্রচুর ব্যবসা বুদ্ধি আছে। জান, বৈদ্যুতিক বার্ণারের ওপরে যে রাসায়নিক পদার্থটি টগ্‌বগ্ করে ফুটছে সেটা জুড়িয়ে গেলে খুব ভাল সোণা বলে অনায়াসে বাজারে চালান যায়। কিন্তু ওর একটি মাত্র দোষ। ওর ওপরে অন্য কোন জিনিষ রাখলে—তা যতই ভারি হোক না কেন—সে জিনিষ যাবে একেবারে হাল্কা হয়ে এবং আস্তে আস্তে উঠতে থাকবে ওপরের দিকে। কারণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যার ওপরে কাজ করে না অন্য জিনিষও তার সংস্রবে এসে একই গুণযুক্ত হবে। যেমন এই বারবেল্‌টার ওজন হচ্ছে পাঁচ সের",

বলে বিরূপাক্ষ একটা বারবেল্ দেখিয়ে দিলে, "এখন এটাকে এক হাত দিয়ে তুলতে তোমার খানিকটা কষ্ট হবে; কিন্তু এটাকে তুলে বার্ণারের ওপরে ধর, দেখতে পাবে, এর ওজন হয়ে গেছে দু'ছটাক কি তিন ছটাক।"

বিরূপাক্ষর কথা শুনে এতক্ষণ আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়েছিলুম। এখন তার কথামত বারবেল্টা তুলে নিয়ে বার্ণারের দিকে এগিয়ে গেলুম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমি যতটা বিস্মিত হয়েছিলুম জীবনে আর কখনও সেরকম হয়েছি বলে মনে পড়ে না। বার্ণারের ওপরে তুলে ধরতেই ভারি বারবেল্টা আমার হাতে সোলার মত হাল্কা হয়ে গেল। তখন উৎসাহে ও আনন্দে আমি বিরূপাক্ষকেও হারিয়ে দিলুম। আমার আবার মনে পড়ল সেই কোম্পানীর কথা যার পৃথিবীব্যাপী শাখা-প্রশাখা ও যার সর্ব্বময় কর্ত্তা আমি।

আনন্দের আতিশয্যে বিরূপাক্ষকে জড়িয়ে ধরে আমি বললুম, "পৃথিবীতে তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার মত সামান্য লোকের কাছ থেকে তুমি প্রথম অভিনন্দন গ্রহণ কর।"

বিরূপাক্ষ লজ্জিতভাবে একটু হেসে বললে, "না, না, অভিনন্দনের সময় এখনও আসেনি। পরীক্ষা তো এখনও একেবারে শেষ হয়নি।"

"শেষ হয়নি কি? আলবৎ শেষ হয়েছে। তুমি এরই মধ্যে যা' করেছ, আর কিছু না করলেও, তুমি এতেই অমর হবে। ছেলেবেলা থেকে আমরা নিউটনের নাম মুখস্থ করে এসেছি—এখন থেকে তার সঙ্গে তোমার নামও উচ্চারিত হবে। তুমি শুধু বাঙ্গালী জাতিকে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষকে গৌরবের শিখরে তুলে দিয়েছ। আর ভেবে দেখ একবার আমাদের বিশ্বব্যাপী কোম্পানীর কথা। অজস্র সম্মান, অগাধ অর্থ—"

আমার কথার স্রোতে বিরূপাক্ষ বাধা দিয়ে বললে, "না হে না, তোমার কোম্পানী আমার আবিষ্কারের স্রোতে ভেসে গেছে। আমি যে পদার্থটি আবিষ্কার করেছি তার প্রধান গুণ হচ্ছে এই যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী ক্ষমতা এর ওপরে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে। কিন্তু লিফ্‌ট্ (Lift), পুলী, অথবা ক্রেণের কাজ এতে চলবে না, কারণ এর ধর্ম্ম হচ্ছে সোজাসুজি ওপর দিকে উঠে যাওয়া। তা' যদি না যেত তা'হলে তাকে গ্রাভিটেশন্ বিমুক্ত বলা চলত না। বার্ণারের ওপরে যে পদার্থটি রয়েছে তাতে এখনও কিছু-কিছু দোষ (impurities) আছে বলে বারবেল্‌টীর গ্রাভিটেশনের সীমার মধ্যে যে-ওজন তার চেয়ে খানিকটা কম হয়েছে; কিন্তু সম্পূর্ণ দোষমুক্ত হলে পদার্থটী বারবেল্ শুদ্ধ ছাদ ফুটো করে

আকাশে উঠে যেত। সুতরাং পুলী অথবা ক্রেণের কাজ একে দিয়ে চালাতে হলে, তুমি যে ভারি জিনিষ এর ওপরে চাপাবে তা' তৎক্ষণাৎ অসীম শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে—তাকে উদ্ধার করতে হলে তোমাকে যেতে হবে হয়ত চাঁদে কি মঙ্গলগ্রহে।" বলে বিরূপাক্ষ নিজের রসিকতায় নিজেই খুব হাসতে লাগল।

তার কথা শুনে অত্যন্ত ম্রিয়মান হয়ে আমি বললুম, "এত বড় একটা আবিষ্কার যদি মানুষের কোন উপকারেই না এল, শুধু যদি বিজ্ঞানের বইয়ের পাতাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে আর এমন কি লাভ বল?" আশাভঙ্গের নিরুৎসাহে আমি ভুলে গেলুম যে একটু আগেই পৃথিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও ভারতবর্ষের গৌরব ইত্যাদি আখ্যায় তাকে অভিনন্দিত করেছিলুম।

বিরূপাক্ষ কিন্তু একটুও দমে না গিয়ে বললে, "আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি এ-বিষয়ে কিছু করা যায় কিনা।"

বিমর্ষভাবে সেদিনকার মত আমি বিদায় নিলুম।

তিন

এক মাসের মধ্যে বিরূপাক্ষর কোন খবর নিইনি। সত্যি কথা বলতে কি আশাভঙ্গের পরে তার ওপরে আমার আর কোন আস্থা ছিল না। এমন বিপুল সম্পদ হাতের কাছে এসেও সরে যায় এতে কার না রাগ হয় বল? ভাবছিলুম খবরের কাগজ থেকেই এর পরে বিরূপাক্ষর আবিষ্কারের কথা জানতে পারব। কিন্তু এক মাসের মধ্যে কোন কাগজে তার উল্লেখমাত্র না দেখে একদিন কৌতূহলী হয়ে তার বাড়ীতে উপস্থিত হলুম।

বিরূপাক্ষ আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে লেবরেটরীতে নিয়ে গেল। বললে, "আমি জানতুম তুমি আবার আসবে। সেদিন তুমি রাগ করে চলে গেলে, কিন্তু তুমি তো বুঝতেই পার্চ্ছ যে ও ব্যাপারটাতে আমার কোন হাত নেই। তুমি চলে যাবার পরে আমি অনেক ভেবে

একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি। আমার আবিষ্কারের ফলে পুলী ও ক্রেণের উন্নতি সাধন করা সম্ভব হবে না, কিন্তু একটা আরও বৃহত্তর কাজে আমরা হাত দিতে পারব। সেইজন্যেই আমার আবিষ্কারের কথা এতদিন গোপন রেখেছি, কারুকে জানতে দিইনি। আমি শুধু তোমার সম্মতির অপেক্ষা করছিলুম; এখন তুমি রাজি হলেই হয়।"

বিরূপাক্ষ যে এই দিক দিয়ে আমার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিচ্ছে তাতে আমার নিজের চোখে আমার আত্ম-গৌরব খানিকটা বেড়ে গিয়েছিল বইকি। হাজার হলেও সে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক—সাধারণ লোকের কথার চাইতে তার কথার মূল্য অনেক বেশি।

তাই একটু খুসি হয়েই আমি বললুম, "তুমি কিসের জন্যে আমার মত জানতে চাও বল।"

বিরূপাক্ষ বললে, "দেখ, আমি যা' আবিষ্কার করেছি তা', তোমার ভাষায় বলতে গেলে, শুধু বিজ্ঞানের বইয়ের পাতাতেই আবদ্ধ রেখে লাভ কি? আমি ভেবে দেখলুম এটাকে চমৎকার এক কাজে লাগান যেতে পারে। যেমন ধর, আমরা যদি একটা 'গ্রহযান' নির্ম্মাণ করি তাহলে কেমন হয়?"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "কি যান?"

"কেন, গ্রহ—গ্রহযান", বিরূপাক্ষ স্পষ্ট করে বললে।

তবুও বুঝতে না পেরে আমি বললুম, "তাতে কি হবে ?"

"ওপরে চলে যাব", বিরূপাক্ষ সংক্ষেপে বললে। "মনে কর আমরা একটা গ্রহযান তৈরী করেছি যাতে দু'জন লোক ও তাদের লাগেজ অনায়াসে ধরতে পারে। গ্রহযানের বাইরের দিকটা হবে মজবুত ষ্টীলের, ভেতরের দিকটা হবে মোটা ও শক্ত কাচের তৈরী। তার ভেতরে থাকবে জমান বাতাস (solidified air), অক্সিজেন বানাবার যন্ত্র, প্রচুর পরিমাণে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত খাদ্য বস্তু (preserved stores) ইত্যাদি। শূন্যমার্গে বিচরণকালে কোন গ্রহের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমাদের যানের বাইরের দিকের ষ্টীল ক্ষত হলেও ভেতরে পুরু কাচ থাকাতে আমাদের সত্যিকারের কোন অসুবিধাই হবে না। সুতরাং—"

"কিন্তু তোমার যানের ভেতরে ঢুকবে কি করে ?"

"তার জন্যে ভাবতে হবে না। একটা air-tight manhole করে নিলেই চলবে। অবশ্য একটা নিষ্কাষণের মুখ রাখলে ভাল হয় যার ভেতর দিয়ে, আবশ্যক হলে, বেশি বাতাস নষ্ট না করে কিছু-কিছু ভারি দ্রব্য নীচে ফেলে দেওয়া যেতে পারে।"

"বুঝতে পেরেছি", আমি আস্তে আস্তে বললুম, "দেখতে অনেকটা এরোপ্লেনের মত একটা যান তৈরী করে তোমার আবিষ্কৃত পদার্থের সাহায্যে সোজা ওপরে উঠে যাবে। কিন্তু তুমি যে অসীম শূন্যে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতে থাকবে না তার প্রমাণ কি? তুমি কেমন করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে?"

"সে সম্বন্ধেও আমি ভেবে দেখেছি। গ্রহযানের ভেতরটা air-tight থাকবে এবং manhole ছাড়া ভেতরে আর কোন ছিদ্র থাকবে না। কিন্তু বাইরের ষ্টীল ফ্রেমে কতকগুলি ছোট ছোট খুপ্‌রীর মতন থাকবে যা' ইচ্ছে করলে আমরা ভেতরে বসে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে খুলতে ও বন্ধ করতে পারব। সব খুপ্‌রীগুলো যখন বন্ধ করে দেব তখন বাইরে থেকে আলো, উত্তাপ অথবা গ্রাভিটেশান্ কিছুই আমাদের যানের মধ্যে ঢুকতে পারবে না এবং তার ফলে আমরাও ক্রমাগত ওপরে উঠতে থাকব। কিন্তু একটা খুপ্‌রী খুলে দাও—মনে কর একটা খুপ্‌রী অথবা জানালা আমরা খুলে দিয়েছি। তখন কি হবে? আমাদের কাছে যে গ্রহটা থাকবে সেইটেই আমাদের প্রবল বেগে আকর্ষণ করবে। বুঝেছ?"

"অ্যাঁ? হ্যাঁ বুঝেছি।"

"যতদিন খুসি আমরা বিভিন্ন গ্রহের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে মনের আনন্দে শূন্যে বিচরণ করতে পারব।"

"কিন্তু—"

"এর মধ্যে আবার কিন্তু কি?" বিরূপাক্ষ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"আমি বলছিলুম যে একটা গ্রহ থেকে অন্য একটা গ্রহে অথবা অসীম শূন্যে ঘুরে বেড়ানোতে এমন কি লাভ?"

"লাভ? কেন, আমরা চাঁদে যেতে পারি।"

"যেতে তো পারি। কিন্তু সেখানে গিয়ে কি হবে?"

"নতুন জ্ঞানলাভ হবে; সেটা কম কথা নয়।"

"চাঁদে বাতাস আছে?"

"থাকা সম্ভব।"

"তা' হলেও শুধু জ্ঞানলাভের জন্যে এই দুঃসাহসিকের কাজ করতে বিশেষ ভরসা হচ্ছে না।"

"দেখ শূন্যে ভ্রমণ মেরু অভিযানের চাইতে কিছু খারাপ নয়। লোকে তো মেরু অভিযানেও যায়।"

"কোন ব্যবসায়ী যায় না। এবং যারা যায় তাদের জন্যে চাঁদা তোলা হয় এবং সেদিক থেকে তাদের আর্থিক লাভও বড় কম হয় না। তাছাড়া কোন একটা বিপদ আপদ ঘটলে তাদের সাহায্যের জন্যে রিলিফ্ পার্টির

অভাব হয় না। কিন্তু আমরা যদি চিরকাল শূন্যে অবস্থান করি তাহলে আমাদের সাহায্য করা তো দূরের কথা, কেউ আমাদের কথা জানতেও পর্য্যন্ত পারবে না।"

"তাহলে মনে কর আমরা শুধু জ্ঞানলাভের জন্যেই যাচ্ছি না। চাঁদে হয়ত কোন মূল্যবান খনি আবিষ্কার করতে পারব।"

"আমাদের যাত্রাকে অগত্যা তাই বলতে হবে। লাভের মধ্যে ফিরে এসে বড় জোর একখানা ভ্রমণ-কাহিনী লেখা যেতে পারে।"

"কিন্তু আমি একথা জোর করে বলতে পারি যে চাঁদের মধ্যে অনেক মূল্যবান ধাতুর খনি আছে", বিরূপাক্ষ বললে।

"যথা ?"

"যেমন রেডিয়ম, সোনা, সাল্‌ফার অথবা এমন কোন অনাবিষ্কৃত ধাতু যা' পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।"

"কিন্তু চাঁদ থেকে পৃথিবীতে বয়ে আনবার খরচায় পোষাবে না।"

"আমার মনে হয় আমাদের গ্রহযানে করে বয়ে আনলে তাতে খরচা বেশি পড়বে না।"

একথা অবশ্য এতক্ষণ আমার খেয়াল হয়নি।

বিরূপাক্ষর কথায় ব্যাপারটার আর একটা দিক আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমাদের গ্রহযান একবার তৈরী হলে তা' চালাবার খরচ অতি সামান্য। বিরূপাক্ষর আবিষ্কৃত পদার্থটির সংযোগে গ্রহযান নিজে থেকে ওপরে উঠবে, আবার ওপর থেকে নিচে নামবে। আমরা শুধু ভেতরে বসে খুপ্‌রী অথবা জানালাগুলি একবার খুলব, একবার বন্ধ করব। গ্রহযানের ভেতরে থাকবে একটি ইলেকট্রিক্ ডাইনামো; তাতেই আলো ও উত্তাপ সৃষ্টি ও নিঃশ্বাসের জন্যে অক্সিজেন বানান চলবে; সুতরাং যত ভারি পদার্থ-ই হোক না গ্রহযানে বোঝাই করলে দূরত্ব অথবা পরিমাণের জন্যে খরচার তারতম্য হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

নতুন আশা ও উৎসাহে আমার বুক ভরে গেল এবং আমাকে দেখে বিরূপাক্ষও উদ্দীপিত হয়ে উঠলো। দু'জনে তখনই বসে গেলুম কাগজ পেন্সিল নিয়ে গ্রহযানের নক্সা (plan) আঁকতে। ঠিক হল বিরূপাক্ষর বাড়ীর প্রশস্ত আঙ্গিনায় তার নিজের তত্ত্বাবধানে মিস্ত্রিদের সাহায্যে গ্রহযান নির্ম্মিত হবে যাতে বাইরের কেউ এ সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে।

তারপর আস্তে আস্তে গ্রহযান তৈরী হতে লাগলো, ক্রমে বিরূপাক্ষর আঙ্গিনায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে

তার সমস্ত বাড়ীটাই হয়ে উঠল এক বিরাট কারখানা। তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গে যা' আগে মনে হয়নি এমন অনেক কিছু দোষ-ত্রুটি আমাদের চোখে পড়ল। সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে আমরা দিনরাত চারজন মিস্ত্রির সাহায্যে এর পেছনে খাটতে লাগলুম। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ঠিক ছ'মাস পরে গ্রহযানটী আমাদের যাত্রার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হল।

চার

বিরূপাক্ষর বাড়ীর আঙ্গিনায় আমাদের গ্রহযান প্রস্তুত। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ফ্ল্যানেলের স্যুট্ পরে আমরা দু'জনে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে চলে গেলে শীত বেশি হতে পারে এইজন্যেই আমাদের এই সাবধানতা।

সব ঠিক আছে কিনা শেষবারের মত পরীক্ষা করবার জন্যে বিরূপাক্ষ আগে গ্রহযানের ভেতরে ঢুকল। যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে সে সন্তুষ্ট হল—সবই ঠিক আছে। কে জানে পৃথিবী থেকে এই আমাদের শেষ যাত্রা কিনা —তাই একবার সতৃষ্ণ নয়নে চারদিকে তাকিয়ে আমিও ম্যানহোলের ভিতর দিয়ে গ্রহযানে উঠলুম। তারপর ম্যানহোলের মুখ স্ক্রু দিয়ে শক্ত করে এঁটে দেওয়া হল যাতে ভিতরের অক্সিজেন বেরিয়ে যেতে না পারে।

পৃথিবী থেকে কয়েক মাইল ওপরে উঠিলেই আর হাওয়া পাওয়া যাবে না; তখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেনের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে—তাই এই ব্যবস্থা। ইলেকট্রিক্ আলোতে থার্মোমিটার পরীক্ষা করে দেখলুম বিরূপাক্ষ যানের ভিতরে ৮০ ডিগ্রি উত্তাপের সৃষ্টি করেছে, কারণ আমরা যত উপরে উঠব ততই বেশি ঠাণ্ডা হবে।

হঠাৎ আমার মনে হল, যে কাজ আমরা করতে যাচ্ছি তা নেহাৎ পাগলামি। অজানার উদ্দেশ্যে এরকম করে ছোটা নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করা। হয়ত আমরা এমন কোন গ্রহে উপস্থিত হব যেখানে বাতাস নেই, খাদ্য দ্রব্য নেই; অথবা বহু ঊর্দ্ধে উঠে আমাদের গ্রহযান যদি কোনরকমে বিগড়ে যায় তাহলে কি হবে ভেবে আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে উঠল।

"বিরূপাক্ষ", আমি আস্তে ভীতস্বরে বললুম, "আমার কি রকম মনে হচ্ছে—"

বিরূপাক্ষর কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

হঠাৎ বিরূপাক্ষর ওপরে আমার ভয়ানক রাগ হল। চীৎকার করে বললুম, "চুলোয় যাক্ তোমার গ্রহযান আর চাঁদে যাওয়া। তোমার পাল্লায় পড়ে শেষটাতে প্রাণটা খোয়াব। আমার ওসব পোষাবে না—আমি
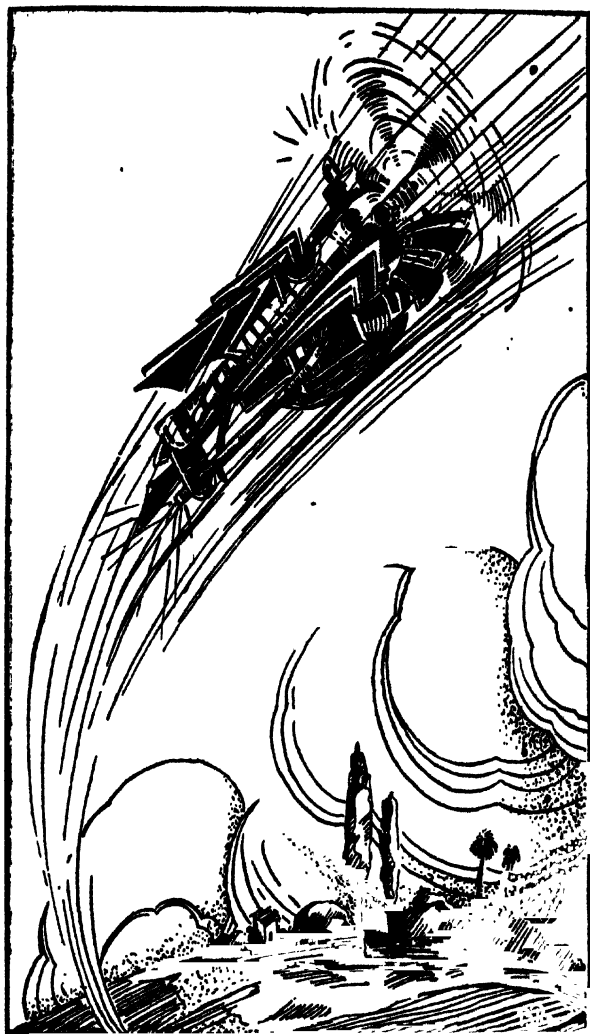
ইতিমধ্যেই আমরা পৃথিবীর অনেক ওপরে উঠে এসেছি

নেমে চল্‌লুম। গ্রহে বেড়াবার এতই যদি সখ হয় তো তুমি একা যাও।”

বিরূপাক্ষ শান্তভাবে উত্তর দিলে, “ইচ্ছে করলেও তুমি এখন নেমে যেতে পারবে না।”

“বটে! তুমি জোর করে ধরে রাখবে নাকি? দেখা যাক নামতে পারি কিনা”, বলে ম্যানহোলের দিকে আমি এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলুম।

“তুমি কি পাগল হয়েছ? খানিকক্ষণ হল আমি গ্রহযান চালিয়ে দিয়েছি। ইতিমধ্যেই আমরা পৃথিবীর অনেক ওপরে উঠে এসেছি।”

বিরূপাক্ষর কথায় এতক্ষণে আমার খেয়াল হল যে, যেখানে বসে আছি সেখান থেকে নড়তে আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। আমি বুঝতে পারলুম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সীমানার বাইরে আমরা এখনও যেতে পারিনি যদিও গ্রহযান ক্রমাগত সে শক্তি কাটিয়ে ওপরে উঠছে এবং শিগ্‌গীরই হয়ত এমন জায়গায় পৌঁছবে যেখানে পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য কোন গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করছে। কিছুক্ষণ এমনি করে কেটে যাবার পরে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের পারিপার্শ্বিকতা অনুভব করলুম। আমার শরীরটা অত্যন্ত হাল্কা হয়ে গেল, মনে হ’ল যেন সব-কিছুই অবাস্তব। আমার মাথার ভিতরে কি রকম

করতে লাগল এবং শিরার ভেতরে রক্ত যেন তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিল। সময় অতিবাহিত হবার সঙ্গে আমার শারীরিক অনুভূতি একটুও কমল না; কিন্তু ক্রমে আমি এ অবস্থাতে এত অভ্যস্ত হলুম যে অতে আর কোনই অসুবিধা বা অসোয়াস্তি মনে হল না।

ক্লিক্ করে একটা ইলেকট্রিক্ ল্যাম্প্ জ্বলে উঠল এবং সেই আলোতে দেখলুম বিরূপাক্ষর মুখ মরা মানুষের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। আমার আরও মনে হল যে বিরূপাক্ষ যেখানে বসে ছিল সেখানে আর নেই, খানিকটা ওপরে ভাসছে।

আগেকার কথার জের টেনে আমি বললুম, "এখন আর তাহলে কোন উপায় নেই। বেশ, চল দেখি এ-যাত্রার শেষ কোথায়।"

"সেই ভালো", বিরূপাক্ষ বললে। "ন'ড়ো না", আমাকে পাশ ফেরবার চেষ্টা করতে দেখে বললে, "শোবার সময় হাত-পা যে রকম শিথিল থাকে ঠিক তেমনি থাক। আমরা এখন যে জগতে এসে পড়েছি সেটা পৃথিবী থেকে আলাদা; তার সঙ্গে নতুন ভাবে পরিচয় করতে হবে। বাণ্ডিলগুলো দেখ।"

তার কথায় আমাদের লাগেজের দিকে তাকিয়ে দেখলুম সেগুলো গ্রহযানের তলাতে আর নেই। সেখান

কতকগুলি তারা, নির্মেঘ ও বায়ুহীন আকাশের জ্যোতিষ্ক, যার তুলনায় সহস্রগুণ উজ্জ্বল।

আরও একটা জানালা খুলে বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপরে আরও একটা খুলতেই মুহূর্তের জন্য আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। শক্ত করে আমি দু'চোখ বুজলুম। চাঁদের তীব্র আলোয় গ্রহযানের ভেতরটা সহস্র আলোতে জ্বলতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে বিরূপাক্ষ পর পর চারটে জানালা খুলে দিল যাতে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি গ্রহযানকে টানতে পারে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখলুম যে আগেকার মত আমরা আর ভাসছি না—গ্রহযানের যেদিকটা চাঁদের দিকে সেই দিকের কাচে হেলান দিয়ে বসে আছি। পৃথিবীতে যেমন একটা গাছ থেকে লাফিয়ে আমরা মাটিতে পড়ি, এখানেও তেমনি গ্রহযান শুদ্ধ আমরা আকর্ষিত হয়ে তীরবেগে চাঁদের দিকে যাচ্ছিলুম।

এতক্ষণে আমার চোখ চাঁদের তীব্র আলোতে অভ্যস্ত হয়েছিল। তাই চারদিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখতে আরম্ভ করলুম। নির্ম্মল আকাশের ভেতর দিয়ে চাঁদের সমস্তটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ আমার বুকভরা আশা যেন ধুক্ করে নিভে গেল।

"বিরূপাক্ষ", আমি বললুম, "চাঁদের ভেতরে জন-

মানবের চিহ্ন কি ঘর-বাড়ী তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। তুমি যে বলেছিলে অনেক মূল্যবান খনি ওর ভেতরে আছে তা' ঠিক তো?"

"হয়ত আছে", বিরূপাক্ষ গম্ভীরভাবে বললে। "তবে জনমানবের কথা জোর করে কিছু বলা যায় না—না, থাকাই সম্ভব। মানুষ দশ বছর ধরে টেলিস্কোপের সাহায্যে চাঁদের অভ্যন্তরে কি আছে তা' জানবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের জ্ঞান কতটুকু সীমার মধ্যে আবদ্ধ তা' জান?"

"না।"

"এতদিনের পরিশ্রমে আমরা শুধু এইটুকু জানতে পেরেছি যে চাঁদের ভেতরে দুটো জায়গাতে পাহাড় ধ্বসে পড়েছে, এক জায়গাতে একটা প্রকাণ্ড ফাটল আছে এবং মাঝে মাঝে এর ভেতরের রংয়ের পরিবর্ত্তন হয়। তবে এর ভেতরে কোন কোন জায়গায় পোকা মাকড় ও নানা অদ্ভুত রকমের প্রাণী থাকা সম্ভব, যা' রাত হলে গভীর খাদের মধ্যে প্রবেশ করে' ওপরের জমাট বায়ু ও বরফের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে। পৃথিবীতে যেমন মাটির তলায় কেঁচো থাকে, বেঁচে থাকবার জন্যে বায়ুর কোন প্রয়োজন হয় না, চাঁদেও তেমনি কোন ক্ষুদ্র প্রাণী অথবা অতিকায় জন্তু থাকা অসম্ভব বলে মনে হয় না।"

হঠাৎ একটা কথা মনে হতে আমি বললুম, "আমাদের সঙ্গে গোটাকতক বন্দুক আনা উচিত ছিল না? যদি আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়।"

"দেখাই যাক না!" বিরূপাক্ষ তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলে।

খানিকক্ষণ পরে বিরূপাক্ষ বললে যে আমাদের গতি পরিবর্ত্তনের জন্যে চাঁদের দিকের জানালাগুলি বন্ধ করে দিয়ে পৃথিবীর দিকের জানালা কুড়ি সেকেণ্ডের জন্যে খুলে দিতে হবে। আমাকে সে সাবধান হয়ে বসতে বললে, কারণ পৃথিবীর আকর্ষণে আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে। ক্লিক্ করে গোটাকতক জানালা খুলে যেতেই আমার মাথা ঘুরতে ও গা বমি-বমি করতে লাগল। আমাদের লাগেজগুলোও আস্তে আস্তে আমার দিকে সরে আসতে লাগল। সেই অবসরে আমি তাকিয়ে দেখলুম আমাদের বিশাল পৃথিবী ম্যাপের একটি পৃষ্ঠায় গ্লোবের ছবির মত ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে। কুড়ি সেকেণ্ড পরে বিরূপাক্ষ জানালা বন্ধ করে দিলে; আগেকার মত গ্রহযানের ভেতরে অন্ধকারে ভাসতে ভাসতে আমরা আবার অজানার পথে অগ্রসর হলুম।

প্রায় আট ঘণ্টা আমরা গ্রহযানের ভেতরে আছি।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতটা সময়ের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যেও কারুর খিদে পায়নি। তবু কিছু খাওয়া উচিত মনে করে সামান্য কিছু খেয়ে আমরা ঘুমোবার বন্দোবস্ত করলুম। চাঁদের দিকের জানালা খুলে দিয়ে সেটাকে খুব ভাল করে মোটা কম্বলে আবৃত করে—যাতে চাঁদ আমাদের আকর্ষণ করতে পারে কিন্তু তার চোখ ধাঁধাঁনো আলো গ্রহযানের ভেতরে ঢুকতে না পারে—আমরা শুয়ে পড়লুম। আকাশের যে স্তরে দিন অথবা রাত্রি বলে কিছু নেই গ্রহযান নিঃশব্দে অথচ তীব্র বেগে তার ভেতর দিয়ে চাঁদের দিকে ছুটতে লাগল।

জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় কয়েকদিন কেটে গেল। ক্রমে আমাদের এতদিনকার পৃথিবীর জীবন একটা স্বপ্ন ও অবাস্তবতা বলে মনে হতে লাগল। মনে হ'ল এই লঘু ও নেশাখোরের মত ঝিমিয়ে পড়া অস্তিত্বই আমাদের সত্যিকারের জীবন, আর সবই স্বপ্ন। এ অবস্থায় বিরূপাক্ষর দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারলুম না। আট বছরের পুরাণো 'প্রবাসী'টা এই সময় আমাকে মনে করিয়ে দিল যে আমরা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন

জগতের প্রাণী। 'প্রবাসীর' পাতা এলোমেলো ভাবে উল্টাতে এক জায়গায় চোখে পড়ল একটা বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, একটি লোক টাকের একটা অব্যর্থ ওষুধ বার করেছে যা' একদিন ব্যবহার করলেই ন্যাড়া মাথায় চুল গজিয়ে উঠবে। মূল্য অতি সামান্য, তবু তিন শিশি একত্রে কিনলে মূল্যবান একটি ঘড়ি উপহার। তার নীচে এক ধন্বন্তরী দৈবশক্তিবলে মরা মানুষ বাঁচাবার যে এক অতি আশ্চর্য্য ওষুধ আবিষ্কার করেছে তা' প্রায় বিনামূল্যে বিতরণ করবার বিজ্ঞাপন। আর এক পাতায় চোখে পড়ল এক মোটর কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। পুরণো মোটর সহজ কিস্তিতে প্রায় মাটির দরে বিক্রি করতে প্রস্তুত। এইত আমাদের পৃথিবী! এখানে সবাই সবাইর উপকার করবার ভাণ করে গলায় ছুরি বসাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। এখানে আছে শুধু বুদ্ধির লড়াই; যে যাকে ঠকাতে পারে ঠিক ততটুকুই তার লাভ।

হঠাৎ একদিন বিরূপাক্ষ গ্রহযানের চারটে জানালা খুলে দিয়ে আমার চোখ ঝল্‌সে দিল। আমরা চাঁদের রাজ্যে এসে পড়েছি। বিশাল উত্তুঙ্গ পাহাড়, যার তুলনা পৃথিবীতে দেখা যায় না, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পাদদেশ গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন

কিন্তু বরফে ঢাকা চূড়া ভোরের ক্ষাণ আলোয় কোন অতিকায় দৈত্যের মাথার সাদা জটা বলে' আমাদের ভুল হতে লাগল। আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলুম বিশাল বরফের স্তূপ পাহাড়ের মাথা থেকে ক্রমাগত ধ্বসে পড়ছে এবং তার সংঘাতে ঘন কুয়াসার মত এক প্রকার আবরণে চন্দ্রলোক তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে।

তখনও আমরা চাঁদের প্রায় একশ' মাইল ওপরে। এ পর্য্যন্ত আমাদের ভ্রমণ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু এখন আমাদের আসল বিপদের সম্মুখীন হতে হ'ল। কি করে গ্রহযানকে বাঁচিয়ে ধীরে-সুস্থে চাঁদে নামা যায় সেইটেই হ'ল প্রধান সমস্যা। বিরূপাক্ষর মুখে মানসিক উদ্বেগের চিহ্ন গভীর হয়ে ফুটে উঠল। কাগজ পেন্সিল নিয়ে সে নানাপ্রকার অঙ্ক কষতে লাগল, চঞ্চল হয়ে গ্রহযানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়াল, এক-এক করে প্রত্যেকটি যন্ত্র পরীক্ষা করল, তারপরে প্রত্যেকটি জানালা বন্ধ করছিল। কিছুক্ষণের জন্যে গ্রহযান আবার বুলেটের বেগে শূন্যে উঠতে লাগল।

হঠাৎ বিরূপাক্ষ দুটো জানালা খুলে দিলে এবং সূর্য্যের প্রখর আলোতে গ্রহযান আলোকিত হয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ আবার জানালা বন্ধ করতে হ'ল এবং হঠাৎ প্রখর আলো অন্ধকারে রূপান্তরিত হওয়াতে আমার

চোখ্ জ্বালা করতে লাগল। তারপরে আবার চাঁদের দিকের জানালা খুলে দেওয়াতে গ্রহযান সেইদিকে ছুটতে লাগল। সাইকেল্ থামাতে হলে আমরা যেমন করে 'ব্রেক্' কষি, আমার মনে হ'ল বিরূপাক্ষ সূর্য্যের আকর্ষণকে দিয়ে তেমনিভাবে 'ব্রেকের' কাজ করিয়ে নিচ্ছে যাতে আমরা খুব আস্তে আস্তে চাঁদে নামতে পারি। এমনি করে সূর্য্য ও চাঁদের আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে গ্রহযানটি পড়ল গিয়ে এক পাহাড়ের উপরে। হঠাৎ বিরূপাক্ষ চীৎকার করে হুকুম করল, "গায়ে শিগ্‌গীর কম্বল জড়াও।" তার আদেশ শুনে আমি তাড়াতাড়ি গায়ে গোটা দুই কম্বল জড়ালুম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বরফ ধ্বসে পড়তে আরম্ভ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রহযানটিও গড়াতে গড়াতে একেবারে পাহাড়ের তলায় এসে আটকে গেল। বিরূপাক্ষর কথা শুনে গায়ে কম্বল জড়িয়েছিলুম তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলুম, নইলে সমস্ত শরীরে একখানি হাড় আস্ত থাকত কিনা সন্দেহ।

কোনরকমে কম্বলের তলা থেকে দু'জনে গা' ঝেড়ে উঠে পড়লুন। দু'এক জায়গা ছড়ে গিয়েছিল, কিন্তু উৎসাহের প্রাবল্যে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললুম, "এই তাহলে চাঁদ। তোমার কীর্ত্তির তুলনা হয় না, বিরূপাক্ষ আজ থেকে চাঁদের নাম হ'ল বিরূপাক্ষপুর।

কবিদের এ নামে আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ প্রথানুসারে কোন দেশ যে ব্যক্তি প্রথম আবিষ্কার করে, সে দেশের নামকরণ তারই নামানুসারে হয়। সুতরাং চাঁদের নাম হ'ল বিরূপাক্ষপুর।"

বিরূপাক্ষ মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললে, "না, না তাও কি হয়। আমার একটা বিদ্‌ঘুটে নাম। তার চেয়ে মুকুলপুর অনেক ভাল।"

"ব্যাপারটা দেখছি চট্‌ করে শেষ হবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং পরে toss করে ঠিক করা যাবে। এস এখন চাঁদের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যাক্। কিন্তু এযে দেখছি ঘুরঘুট্টি অন্ধকার", জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আমি বললুম।

জানালার কাচগুলি শিশিরসিক্ত হয়ে উঠেছিল। সেদিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, "এখানে ভোর হতে এখনও প্রায় আধ ঘণ্টা বাকি। ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।"

আমি গ্রহযানের ভেতর বসে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলুম। এত কষ্ট করে চাঁদে পৌঁছে এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করবার ধৈর্য্য আমার ছিল না। বিরূপাক্ষ একটা জানালার কাচ মুছে নিবিষ্টভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। কাচটা সে যতই পরিষ্কার করে ততই সেটা বাইরের শিশির

লেগে আবার ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে। এমনি করে খানিকক্ষণ কেটে যাবার পরে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আমার মনে হ'ল, বাইরে এতক্ষণ যে ঘন কুয়াসা ছিল তা'. জমাট বাঁধতে আরম্ভ করেছে। বিরূপাক্ষও হঠাৎ বলে উঠল, "গিগির ওই কালো সুইচটা টেনে দাও", বলে সে একটা সুইচ আমাকে দেখিয়ে দিলে।

সুইচটা টিপে দিতেই ভেতরটা আস্তে আস্তে বৈদ্যুতিক শক্তিতে গরম হতে লাগল। ঠিক এই সময়ে গ্রহযানটাকে গরম করতে না পারলে প্রচণ্ড শীতে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুলাভ হত।

গায়ে উপরন্তু একখানা মোটা কম্বল জড়িয়ে নিয়ে আমি বললুম, "এখন কি করা যায় ?"

"ভোর হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ভোর হলে সূর্য্যের আলোতে যখন বরফ গলে গিয়ে বাইরেটা বেশ গরম হতে আরম্ভ করবে তখন আমরা গ্রহযান থেকে নামবো। কিন্তু ইতিমধ্যে কিছু খেয়ে নিলে হোত না ? তোমার খিদে পায়নি ?"

"খিদে ? হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে যে বেশ খিদে পেয়েছে। এস তাহলে খেয়েই নেওয়া যাক।"

তখন দু'জনে গ্রহযানের ভিতরে বৈদ্যুতিক আলোতে খাবার বন্দোবস্ত করলুম। চন্দ্রলোকে প্রথম মানুষের

এই প্রথম আহার। কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে খাওয়া আমরা শেষ করতে পারিনি। কারণ জানালার কাচের ভিতর দিয়ে দেখতে পেলুম যেন কোন যাদুকরের মায়া-বলে বাইরের ঘন কুয়াসা অপসারিত হয়ে স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল শুভ্রতায় চারদিক পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে।

চাঁদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখবার জন্যে আমরা বিস্ফারিত চোখে বাইরের দিকে তাকালুম।

পাঁচ

গ্রহযানটি পড়েছিল কতকগুলি পাহাড়ের নিচে এক সমতল ভূমিতে। তার চারদিক, বোধ করি দশ বারো মাইল পর্য্যন্ত, বিশাল পাহাড় দিয়ে ঘেরা। যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও গাছপালা চোখে পড়ে না; মরুভূমির মত ধূ ধূ করছে। পশ্চিমাকাশের অদৃশ্য সূর্য্যের ক্ষীণ আলোতে আমাদের চোখে পড়ল ধূসর পাহাড়, স্তূপীকৃত বরফ ও এখানে-ওখানে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় ফাটল। প্রথমে আমরা যাকে বরফ বলে ভুল করি পরে বুঝতে পারি যে তা' মোটেই বরফ নয়, জমাট বায়ু!

সূর্য্যোদয়ের আগে আমরা এই দৃশ্য দেখি। তারপর দেখতে দেখতে চাঁদে দিনের আবির্ভাব হ'ল।

সূর্য্যের আভাস পেয়েই পাহাড়ের চূড়া ও পাদদেশ থেকে ধূসর রঙের একপ্রকার ঘন বাষ্প ওপরে ভেসে

উঠতে লাগল। এক টুকরো ভিজে কাপড় আগুনের সামনে ধরলে তা থেকে যে প্রকার ষ্টীম বেরোয়, সেই ষ্টীমের চেয়েও ঘন কুজ্ঝটিকায় আকাশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

"নিশ্চয় বাতাস", বিরূপাক্ষ বললে। "বাতাস নাহলে সূর্য্যের সামান্যতম স্পর্শে এরকম করে ষ্টীমের মত ভেসে উঠতে পারত না। দেখ, দেখ, আকাশ ইতিমধ্যেই বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

ক্ষিপ্র গতিতে দিনের আলো এগিয়ে আসতে লাগল। সমতল ভূমির পশ্চিম দিকের পাহাড়গুলো যতদূর দৃষ্টি যায় বাষ্পে ঢাকা পড়ে ঝাপ্‌সা হয়ে এল। ষ্টীমের মত সেই কুয়াসা আমাদের দিকে আসতে স্থুরু করল। আস্তে আস্তে আমাদের চারদিকেও পাতলা বাষ্পের আবরণ নেমে এল।

বিরূপাক্ষ আমার হাত চেপে ধরল।

"কি ?" আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"সূর্য্য দেখ, সূর্য্যোদয়।"

পূবদিকে পাহাড়ের ওপরে আমার দৃষ্টি সে আকর্ষণ করল। আমি তাকিয়ে দেখলুম সিঁদুরের মত লাল আগুনের শত জিহ্বা যেন আকাশের গায়ে লিক্ লিক্ করছে। প্রথমে আমি মনে করেছিলুম যে সূক্ষ্ম বাষ্প-

জালের ভিতর দিয়ে দেখবার জন্যে আমার এই দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে, কিন্তু পরে বুঝতে পারি চাঁদ থেকে সূর্য্য অনেক কাছে বলে তার এই রুদ্র মূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়ে, যা' পৃথিবী থেকে কোন অবস্থাতেই দেখা যায় না।

প্রথমে বিচ্ছুরিত আলো, তারপরে দেখা দিলেন স্বয়ং সূর্য্যদেব। সূর্য্যের প্রখর আলোতে আমরা যেন অন্ধ হয়ে গেলুম। আমরা দু'জনেই চীৎকার করে কম্বল দিয়ে মাথা ঢাকতে চেষ্টা করলুম। হঠাৎ গ্রহযানটি নড়ে উঠল, বিরূপাক্ষ ধুপ্ করে আমার গায়ের ওপরে এসে পড়ল এবং গ্রহযানের সঙ্গে আমরাও এ-ওকে জড়িয়ে ধরে গড়াতে লাগলুম। গ্রহযানের নিচে যে জমাট বাঁধা বায়ু ছিল সূর্য্যের আলোতে তা' গলতে আরম্ভ করাই আমাদের পতনের কারণ।

খানিকক্ষণ পরে গ্রহযানটি আবার স্থির হল। পতনের বেগে আমার দু' এক জায়গা ছড়ে গিয়েছিল এবং বিরূপাক্ষের মাথায় চোট লেগেছিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে রক্ত মুছতে মুছতে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কি হল? চাঁদে দেখছি একটা-না-একটা বেয়াড়া রসিকতা লেগেই আছে।" মেজাজটা তখনও আমার ঠাণ্ডা হয়নি

"আমি যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই হয়েছে", বিরূপাক্ষ বললে। "আমাদের চারদিকের বাতাস গলে গেছে এবং এখন আমরা চাঁদের আসল মুর্ত্তি দেখতে পাব। দেখ, আমরা যেখানে পড়ে আছি সেখানে এক রকমের অদ্ভুত মাটি দেখা যাচ্ছে।"

বিরূপাক্ষর কথা শুনে আমি উঠে বসলুম।

ক্রমে সূর্য্যের আলোতে একটু লালচে আভা এল; বাষ্প কেটে গিয়ে চারদিক নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হয়ে উঠল। পৃথিবীর মত আকাশের রঙ নীলবর্ণ ধারণ করল। মাঝে মাঝে দু'একটি পুকুর ও এক-এক জায়গায় বরফ ছাড়া প্রকৃতি মরুভূমির মত বৈচিত্র্যহীন ধূসরবর্ণে সমাচ্ছন্ন। এই সময় আর একটি বস্তু দেখে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারলুম না। সমতল ভূমির সর্ব্বত্র ছড়ান রয়েছে প্যাকাটীর মত সরু কাঠি। তবে প্যাকাটীর সঙ্গে এর তফাৎ এই যে এতে রয়েছে অতি সূক্ষ্ম শাঁস যা অন্যটাতে নেই। যে জগতে জীবন্ত কোন পদার্থ--প্রাণী অথবা গাছপালা—নেই বলে আমাদের ধারণা সেখানে শুকনো কাঠি!

"বিরূপাক্ষ", আমি বললুম, "এজগৎ এখন মৃত হতে পারে কিন্তু কোনকালে—"

বিস্ময়ের আতিশয্যে আমি কথা শেষ করতে পারলুম না। সরু কাঠিগুলির এক প্রান্ত ছিল গোলাকৃতি। আমার মনে হ'ল যে তারই একটা একটুখানি নড়ে উঠল।

"বিরূপাক্ষ!"

"কি?"

খানিকক্ষণের জন্য আমার মুখ থেকে কথা বেরুল না। নিজের চোখকেই আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বিরূপাক্ষকে বললুম, "দেখ, দেখ।"

যে দৃশ্য আমরা দেখলুম বর্ণনা করলে তা' শোনাবে অতি তুচ্ছ, কিন্তু ভাবের দিক থেকে তার মূল্য নির্ণয় করলে তাকে বলা চলে অসাধারণ। আমি আগেই বলেছি যে সরু কাঠিগুলির এক প্রান্ত ছিল গোলাকৃতি। এখন সেই গোল প্রান্তগুলি হঠাৎ নড়ে উঠে ফেটে গেল এবং ফাটলের ভিতরে অতি ক্ষীণ একটুখানি সবুজের আভাস পাওয়া গেল।

"গাছের বীজ, জীবন!" বিরূপাক্ষ ফিস্ ফিস্ করে বললে।

জীবন! তৎক্ষণাৎ আমার মনে হ'ল যে আমাদের ভ্রমণ তাহলে নিরর্থক হয়নি। এখানেও প্রাণ আছে এবং নতুন অ্যাড্‌ভেঞ্চারের আশায় আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম।

প্রতি মুহূর্ত্তে এই গোল প্রান্তগুলি ফাটতে লাগল এবং বীজ যেরকম করে ফেটে চারা গাছ হয় এক্ষেত্রেও তাই হ'ল। আমাদের চোখের সামনে বীজগুলি মাটিতে শিকড় ঢুকিয়ে দিলে এবং দেখতে দেখতে সেগুলি চারা গাছে রূপান্তরিত হ'ল। ধূসর বর্ণের মরুভূমিতে অকস্মাৎ সবুজ রঙ্ মায়াজালে বিস্তার করল।

তারপর চারাগুলি ফুলে উঠল এবং মাঝখানে খাড়া একটি বৃন্ত থেকে ফিকে সবুজ রঙের ছোট ছোট বর্শা ফলকের মত এক প্রকার পাতা বেরুতে লাগল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে গাছ্ ও পাতা বেড়ে উঠল এবং আমাদের চোখের সামনে পাতার বর্শা ফলকের মত প্রান্তভাগগুলি বাড়তে লাগল। শীতকালের সকালবেলায় একটা থার্ম্মোমিটার গরম হাতের তালুতে চেপে ধরলে তার পারা যেমন করে লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে ওঠে এখানেও সেই চারাগুলি তেমনি নিমেষে গাছে রূপান্তরিত হ'ল।

পূর্ব্ব পশ্চিম যেদিকে তাকাই সেদিকেই এই প্রকার ফিকে সবুজ রঙের গাছের আতিশয্য চোখে পড়ে। সূর্য্যের আলোতে তারা যেন একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঠেলাঠেলি করে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা ক'রছে। গাছ পালার জীবনে এরকম তাড়াহুড়ো দেখে আমাদের সহুরে

জীবনের কথা মনে পড়ল। আমরা যেমন একটি মুহূর্ত্ত নষ্ট করতে চাই না, এরাও তেমনি স্বল্প জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্ত বেঁচে থাকতে চায়। কারণ সূর্য্যের আলো যতক্ষণ আছে ঠিক ততটুকু সময়ই এদের প্রাণ, তারই মধ্যে এদের অঙ্কুরিত হয়ে, ফুল ও ফলে সম্ভারিত হয়ে, বীজ উৎপাদন করে মৃত্যুলাভ করতে হবে।

ছয়

এখন প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো গ্রহযানের ভেতর থেকে আমরা নিচে নামব কিনা। গাছপালাগুলোর জন্মানো ও বড় হওয়া থেকে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে চাঁদে নিশ্চয়ই বাতাস আছে, তা' যতই অল্প পরিমাণে হোক, আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যথেষ্ট।

"ম্যানহোলটা খুলে দেখব?" আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"দেখা যাক না", বিরূপাক্ষ অনিশ্চিত ভাবে উত্তর দিলে।

"চারাগুলো যে পরিমাণে বাড়ছে তাতে মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই এরা বড় বড় গাছ হয়ে উঠবে। কিন্তু গাছের জন্ম দেখে বাইরে বাতাস আছে একথা জোর করে বলা চলে কি? বাতাসের পরিবর্ত্তে বাইরে নাইট্রোজেন, এমন কি কারবলিক এসিড্ পর্য্যন্ত থাকতে পারে।"

"সেটা সহজেই বোঝা যায়" বিরূপাক্ষ বলল এবং তার কথা প্রমাণ করবার জন্য এক টুকরো কাগজ দুম্‌ড়ে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে সেফ্‌টি ভাল্‌ভের ভিতর দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। আমি ব্যগ্রভাবে সেই আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলুম, কারণ এরই ওপরে এখন অনেক-কিছু নির্ভর করছে।

কাগজের টুকরোটা আস্তে আস্তে নিচে মাটির ওপরে পড়ল। এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে হ'ল আগুন নিভে গেছে, কিন্তু তার পরেই পেন্সিলের মত সরু ঈষৎ নীলাভ আগুন কাগজটাকে ভস্মে পরিণত করল। এখন আমরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলুম যে চাঁদে অবিমিশ্র অক্সিজেন্ অথবা বাতাসের প্রাদুর্ভাব নেই; সুতরাং নির্ভয়ে আমরা গ্রহযান থেকে নেমে আসতে পারি।

তখন ম্যানহোলের স্ক্রু খোলবার জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে বসলুম। কিন্তু বিরূপাক্ষ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "দাঁড়াও অত তাড়াতাড়ি ক'রো না। বাইরে বাতাস থাকতে পারে কিন্তু তা হয়ত এত লঘু (Rarefied) যে তাতে আমাদের শারীরিক ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়।" উদাহরণ স্বরূপ সে আমাকে বললে যে বাতাসের স্বল্পতার জন্য খুব উঁচু পাহাড়ে উঠলে অনেক সময় মুখ দিয়ে রক্ত বেরোয়। তারপর একটা তেঁতো ওষুধ বার

করে আমাকে খানিকটা খেতে দিলে, নিজেও খানিকটা খেল।

আমি আবার ম্যানহোলটা খোলবার কাজে লেগে গেলুম এবং দু'একটা স্ক্রু খুলতেই, জল গরম হলে কেট্‌লি থেকে যে রকম শব্দ করে ষ্টীম বেরোয়, তেমনি শিস্ দিয়ে গ্রহযানের ভেতরের ঘন বায়ু (denser air) ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। আরও একটা স্ক্রু খুলে দিয়ে ম্যানহোলের মুখটা আমি চেপে ধরে বসে রইলুম যাতে বাইরের বাতাস খুব বেশি লঘু বলে মনে হলে তক্ষুনি আবার স্ক্রুগুলো বন্ধ করে দিতে পারি। বিরূপাক্ষও অক্সিজেনের টিউব হাতে নিয়ে প্রস্তুত হ'ল।

গ্রহযানের ভিতরের বাতাস ক্রমাগত শিস্ দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার মাথায় একরকম যন্ত্রণা হতে লাগল যেন সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে এসেছে এবং কাণের কাছে মৌমাছির গুঞ্জনের মত একরকম শব্দ শুনতে লাগলুম। বিরূপাক্ষ আমাকে কি বললে; আমি তা' ভাল করে শুনতে পেলুম না কারণ বাতাসের লঘুতার জন্যে তার শব্দ (sound) বয়ে নেবার ক্ষমতাও কমে গিয়েছিল।

বিরূপাক্ষ আমার আরও কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?"

ততক্ষণে নতুন জগতের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম ধাক্কা আমি খানিকটা সামলে নিয়েছিলুম। বললুম, "এখন আর হচ্ছে না। ম্যানহোলটা খুলে ফেলি ?"

বিরূপাক্ষ আমাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই ম্যানহোলটা খুলে ফেলল। সে বোধ করি এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করল, তারপর ম্যানহোলের ভিতর দিয়ে পা' গলিয়ে ধুপ্ করে নিচে নামল। চন্দ্রালোকে এই প্রথম মানুষের পদার্পণ।

খানিকক্ষণ সে এদিক-ওদিক তাকাল; তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এক প্রকাণ্ড লাফ দিল।

গ্রহযানের ভিতর থেকে আমার মনে হ'ল, পৃথিবীর বৃহৎতম হনুমানও এত বড় লাফ দিতে পারত কিনা সন্দেহ। বিরূপাক্ষ এক লাফে বোধ করি পঁচিশ কি ত্রিশ ফিট্ দূরে চলে গিয়েছিল। একটা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সে অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল। বোধহয় সে চীৎকার করে কোন কথা বলছিল, কিন্তু বাতাসের লঘুতার জন্য আমি তার এক বর্ণও শুনতে পাচ্ছিলুম না।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে আমিও গ্রহযানের ভিতর থেকে নামলুম এবং এক পা' বাড়িয়ে লাফ দিলুম। আমিও বাতাসের ওপর দিয়ে দিব্যি ভেসে চললুম এবং বিরূপাক্ষ যে পাহাড়টার উপরে দাঁড়িয়েছিল সেইটের কাছে এসে

শক্ত করে আঁকড়ে ধরলুম। বিরূপাক্ষ চীৎকার করে আমাকে সাবধান হবার উপদেশ দিলে। এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলুম যে পৃথিবীতে আমাদের দেহের যা' ওজন, চাঁদে এসে তার ছয় অংশের মাত্র এক অংশ হয়ে গেছে। সেই জন্যেই পৃথিবীতে আমরা যাকে এক পা' যাওয়া বলি এখানে তাই পাঁচ কি ছ' ফিট্ যাওয়া।

পাহাড়ের মাথায় বিরূপাক্ষ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে আমি সেখানে উপস্থিত হলুম। আমরা চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম, যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ধূসর বর্ণের বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী, এবং সর্ব্বত্র ফিকে সবুজ রঙের বর্শাফলকের মত সেই ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষুদ্র গাছ; মাঝে মাঝে কাঁটা গাছের ঝোপ ও পাহাড়ী লতায় লাল ও বেগুনি রঙের ফুল।

"কোথাও কোন প্রাণীর চিহ্ন নেই", বিরূপাক্ষ বললে, "সর্ব্বত্রই জনশূন্য।"

চারদিক দেখে আমিও একটু হতাশ হয়েছিলুম, কারণ শেষ পর্য্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে এখানে পোকা-মাকড় অথবা মানুষের নীচের স্তরের কোন প্রাণী নিশ্চয়ই থাকবে।

"চাঁদটা দেখছি শুধু ঝোপ-ঝাড় ও কাঁটা গাছেরই রাজত্ব", আমি হতাশভাবে বললুম।

"পশু, পাখী, পোকা কিছুই নেই এখানে", বিরূপাক্ষ বললে। "কিছু থাকতেও পারে না, কারণ রাত্রের শীতে তাদের নিশ্চিত মৃত্যু।"

"আমার মনে হচ্ছে একটা স্বপ্নরাজ্যে এসে পড়েছি। পৃথিবীর কোন জিনিষের সঙ্গেই এখানকার তুলনা হয় না। সমুদ্রের নীচে পাহাড়ের গায়ে যে ধরণের গাছপালা জন্মে বলে আমাদের ধারণা এও শুধু তারই সঙ্গে অনেকটা মেলে। তারপর এতো সূর্য্যের আলো নয়, যেন আগুনের তাত্।"

"তাও এখন মোটে ভোরবেলা।"

হঠাৎ বিরূপাক্ষ উঃ বলে চীৎকার করে উঠল। ফিকে সবুজ রঙের বর্শা ফলকের মত একটা পাতা তার হাতে খোঁচা দিয়েছে। আমি লাথি মেরে পাতাটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেললুম এবং একটু পরেই আশ্চর্য্য হয়ে দেখলুম টুক্‌রোগুলো থেকে আবার গাছ জন্মাতে সুরু করেছে।

"দেখ, দেখ," বলে বিরূপাক্ষ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে তাকিয়ে দেখলুম সে অন্তর্হিত হয়েছে।

খানিকক্ষণের জন্যে আমি বিস্ময়াবিষ্টের মত দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর তাকে খুঁজে বার করবার জন্যে একটা পা' বাড়ালুম। কিন্তু বিস্ময়ের আতিশয্যে আমি

ভুলে গিয়েছিলুম যে আমরা আর পৃথিবীতে নেই। তাই পা' বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ভেসে আমি ছ'ফিট্ দূরে একটা পাহাড়ের গায়ে নামলুম এবং টাল্ সামলাতে না পেরে গড়িয়ে প্রায় দশ বার ফিট্ নীচে একটা খাদে পড়লুম। অবশ্য পৃথিবীতে আমরা যেভাবে গড়িয়ে পড়ি এখানকার গড়িয়ে পড়া ঠিক সেরকম নয়। পৃথিবীতে একটা পাহাড়ের গা' থেকে এক সেকেণ্ডে আমরা ষোল ফিট্ নিচে গড়িয়ে পড়তে পারি, কিন্তু চাঁদে পৃথিবীর ছয়ের এক অংশ দেহের ওজন নিয়ে আমরা পড়ি মাত্র দু'ফিট্। তাকে পড়ে যাওয়া না বলে অবতরণ করা বললেও চলে।

"বিরূপাক্ষ" বলে চীৎকার করে ডাকলুম, কিন্তু কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না। গ্রহযানটাও দেখতে পাচ্ছিলুম না। হঠাৎ আমার কি-একরকম ভয় করতে লাগল।

তারপরে তাকে দেখতে পাওয়া গেল। প্রায় ত্রিশ ফিট্ দূরে একটা পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি সহকারে সে আমাকে লাফাতে ব'লছে। প্রথমে মনে হ'ল এতদূর আমি লাফাতে পারব না, কিন্তু ভেবে দেখলুম যে বিরূপাক্ষ যদি এতটা পথ যেতে পারে তাহলে আমি নিশ্চয় তার চেয়ে বেশি পারব। সুতরাং এক পা'

পেছনে গিয়ে আমি এক বিরাট লাফ দিলুম। সাঁ করে বাতাসের ভেতর দিয়ে একটা পাখীর মত উড়ে চললুম—মনে হ'ল আর নীচে নামতে পারব না। বুঝতে পারলুম যে অত জোরে লাফ দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হয়নি, কারণ বিরূপাক্ষর মাথার উপর দিয়ে সোজা উড়ে গিয়ে আমি চীৎকার করে পড়লুম একটা ঝোপের মধ্যে।

তখন বিরূপাক্ষ সাবধানে পাহাড় থেকে নেমে আমার কাছে এসে বললে, "অত জোরে লাফ দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। এখন থেকে সাবধানে আমাদের চলাফেরা করতে হবে, নাহ'লে কোনদিন হয়ত পাহাড় থেকে পড়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে যাবে। এখানকার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সঙ্গে আমাদের অভ্যাস এখনও ঠিক খাপ খায়নি—সেইজন্যেই যত বিপদ। এস, আমরা কিছুক্ষণ চাঁদের নিয়ম অনুসারে হাঁটা অভ্যাস করি।"

আমি কোট ও প্যাণ্টের ভিতর থেকে কতকগুলি কাঁটা টেনে বার করে উঠে দাঁড়ালুম। তারপর হাঁটা অভ্যাস করতে লাগলুম। যেমন, পাঁচ ফিট্ দূরে একটা লতা নির্দ্দেশ করে ঠিক করলুম, ওখানে একবারে আমাদের পৌঁছতে হবে। প্রথম কয়েকবার আমরা এলোমেলোভাবে চলতে লাগলুম; কয়েকবার পড়েও গেলুম। কিন্তু আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে এল—

আমরা আন্দাজ করতে পারলুম কোনখানে যেতে হ'লে ঠিক কতটুকু লাফাতে হবে।

অত্যন্ত হাল্‌কা বাতাসে অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমাদের গলা ও ফুস্‌ফুস্‌ একটু-একটু ব্যথা করতে লাগল। একটা পাহাড়ের নীচে বসে আমরা বিশ্রাম করতে লাগলুম। হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে আমি জিজ্ঞেস করলুম, "ভালো কথা, গ্রহযানটা কোথায় ?"

বিরূপাক্ষ অন্যমনস্কভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "এঁ্যা ?"

"বিরূপাক্ষ", আমি চীৎকার করে বললুম, কারণ তখন এ সম্বন্ধে আমার সচেতনতা সম্পূর্ণ ফিরে এসেছে, "গ্রহযানটা কোথায় ?"

বিরূপাক্ষর মুখ দেখে বুঝতে পারলুম, আমার ভয়ের কারণ সেও খানিকটা উপলব্ধি করেছে। যে গাছপালা-গুলো প্রতি মিনিটে বাড়ছে সেদিকে তাকিয়ে সে অনির্দ্দিষ্টভাবে বললে, "আমার মনে হয় গ্রহযানটা ওদিকে কোথাও আছে।"

"কোন্‌দিকে ?"

চারাগুলো এতক্ষণে এত বড় হয়েছিল যে চারদিকে পাহাড় ও ফিকে সবুজ রঙের গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

"ঠিক বুঝতে পারছি না", বিরূপাক্ষ বললে। "তবে বেশি দূরে কোথাও হতে পারে না।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমরা চারদিকে তাকাতে লাগলুম, কিন্তু একঘেয়ে সবুজ রঙের গাছগুলো ছাড়া আর কিছুই আমাদের চোখে পড়ল না। গাছগুলি এতক্ষণে বড় হয়ে বিশাল এক ঘন বনের সৃষ্টি করেছিল; তার ভেতর দিয়ে পথ করে যাওয়াও প্রায় দুঃসাধ্য এবং এরই মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে আমাদের একমাত্র আশা ও ভরসার স্থল, আমাদের ঘর-বাড়ী ও খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ গ্রহযানটি।

"সর্বনাশ! আমরা কি বোকার মত কাজ করেছি।"

"যত শিগ্‌গীর সম্ভব গ্রহযানকে খুঁজে বার করতেই হবে", বিরূপাক্ষ বললে। "কারণ সূর্য্যের তেজ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং খানিকক্ষণ পরে এত গরম হবে যে আমরা হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকব। তাছাড়া আমার অত্যন্ত খিদে পেয়েছে।

এখান থেকে ষাট ফিটের মধ্যে গ্রহযানটা নিশ্চয় কোথাও আছে। এস আমরা এই পরিধির মধ্যে ওটাকে খুঁজতে আরম্ভ করি।"

"তাছাড়া আর কি-ই বা করা যায়! গাছগুলো এত তাড়াতাড়ি না বাড়লেই পারত", আমি বললুম।

তখন আমরা পুনরুদ্যমে চারদিক খুঁজতে সুরু করলুম। গ্রহযানের কাছে কোন পরিচিত চিহ্নের জন্য আমরা অনির্দ্দিষ্টভাবে তাকালুম; কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। গাছের বর্শাফলকের মত পাতা খোঁচা দিতে লাগল, তাতেও আমাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। খিদে ও তৃষ্ণার সঙ্গে হতাশাও বেড়ে চলল। হঠাৎ একটা গুরু-গম্ভীর শব্দ শুনে আমরা থম্‌কে দাঁড়ালুম। মনে হ'ল যেন মাটির নীচে আমাদের পায়ের তলাতে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি ঢং ঢং করে বাজ্‌ছে। শব্দটা যেখান থেকেই আসুক বেশ নিয়মিতভাবে একটার 'পর একটা ঘণ্টা বেজে চলল। তার মধ্যে এলোমেলো কি তাড়া-হুড়োর ভাব মোটেই ছিল না। আমাদের মনে হ'ল শব্দটা কোন সহর থেকে আসছে যেখানে এমন কোন জাতি বাস করে যাদের জীবনে নিয়ম ও শৃঙ্খলার অভাব নেই। কিন্তু সে জাতি আমাদের বন্ধু না হয়ে শত্রুও হতে পারে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠলুম।

"কোন ঘড়িতে ঘণ্টা বাজবার শব্দ?" আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"অসম্ভব নয়। ক'বার ঘণ্টা বাজে শোন।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ বিরূপাক্ষর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টাও থেমে গেল।

তারপরে আবার পূর্ব্বের সেই বিরাট্ স্তব্ধতা। কোথাও এতটুকু সাড়া শব্দ নেই। আমরা সত্যিই কোন শব্দ শুনেছি কিনা, এমন কি, এ বিষয়েও আমাদের সন্দেহ হতে লাগল।

"আমাদের সব সময়ে একসঙ্গে থাকতে হবে", বিরূপাক্ষ ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "গ্রহযানটাকেও যেমন করে হোক খুঁজে বার করতে হবে। শব্দটা কেমন করে ও কোত্থেকে এসেছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

আমরা আবার কাঁটাগাছের ভিতর দিয়ে সাবধানে অগ্রসর হতে লাগলুম। কিন্তু কোন্‌দিকে যাওয়া উচিত সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না—অন্ধের মত পথ হাতড়ে চলতে লাগলুম।

তারপরে আর একটা শব্দ শুনে আমরা চমকে উঠলুম। কোন বিশাল লৌহ দরজা ঝন্ ঝন্ করে খুলে ফেললে যে রকম শব্দ হয়, সেই রকম কতকগুলি শব্দ এবারে আমাদের বিস্মিত ক'রল।

বিরূপাক্ষর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে বললে, "আমি কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না। হামাগুড়ি দিয়ে চল, যাতে হঠাৎ কেউ আমাদের না দেখতে পায়।"

আবার সেই শব্দ ! ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ !

"শব্দটা মাটির নীচে থেকে আসচে", বিরূপাক্ষ আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে।

"মাটির নীচে বোধ হয় আলাদা জগৎ আছে যেখানে কোন প্রাণী বাস করে।"

"তারা কি রকম প্রাণী না জেনে ধরা দেওয়া হবে না। হামাগুড়ি দিয়ে গ্রহযানটা খোঁজ।"

"কিন্তু খুঁজে যদি না পাওয়া যায় ?"

"তাহলে এই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হবে।"

"কোন্দিকে যাব ?"

"দিক্ নির্ণয় করবার উপায় নেই", বিরূপাক্ষ বললে। "আন্দাজে চল—হঠাৎ যদি গ্রহযানটাকে পাওয়া যায়।"

আমরা আবার হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলুম। গ্রহযানটাকে ছেড়ে আসার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য বার বার নিজেদের তিরস্কার করতে লাগলুম। খিদে ও তৃষ্ণায় আমাদের গলা শুকিয়ে এসেছিল; রোদের তাতে কাঁটা-গাছের ভেতর দিয়ে চলা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। এবং সমস্তক্ষণ আমাদের কানের কাছে বাজতে লাগল নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি ও মেসিনের শব্দ !

একটু জিরিয়ে নেবার জন্য একটা গাছের গুঁড়িতে

হেলান দিয়ে আমরা বসলুম ; কিন্তু পরক্ষণেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠতে হ'ল। আমাদের সর্ব্বনাশের যেটুকু বাকি ছিল এবারে বুঝি তাও হ'ল। কোন প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুর অথবা দানবের পর্ব্বতভেদী চীৎকার খুব কাছে থেকে আমাদের কানে এসে পৌঁছতে লাগল।

সাত

আমরা দু'জন অতি ক্ষুদ্র মানব হামাগুড়ি দিয়ে আবার অরণ্যের গভীরতর অংশের দিকে চললুম। অসমতল পাহাড়ে জায়গার উপর দিয়ে, কাঁটাগাছের ভেতর দিয়ে, আমরা প্রাণের ভয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগলুম। এমনি করে অনেকক্ষণ চলবার পরেও কোনরূপ অতিকায় জন্তু অথবা দানব আমাদের চোখে পড়েনি, যদিও তাদের বিকট চীৎকার ক্রমাগতই আমাদের কানে এসে পৌঁছচ্ছিল।

বিরূপাক্ষ আগে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে থেমে গিয়ে আমাকেও আর অগ্রসর হতে বারণ করল। এবারের চীৎকার যেন আরও কাছে বলে মনে হ'ল এবং সেই দারুণ শব্দে কতকগুলি গাছপালা মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়ল। তারপর আমাদের পেছন দিকে তাকিয়ে যে

দৃশ্য দেখলুম তাতে ভয়ে আমাদের সমস্ত শরীর হিম হয়ে উঠল। প্রকাণ্ড একটি অদ্ভুদ্ জন্তু আমাদের সম্মুখীন হচ্ছে। জন্তুটার (যাকে আমরা ব'লব চাঁদের গরু) নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তু'পাশের মাংসে বিশাল আন্দোলন হচ্ছে। তার পা' এত ছোট যে তা আমাদের চোখে পড়ল না এবং অনেকটা টিকটিকির মত হামাগুড়ি দিয়ে সে চলে। জন্তুটার বিশাল মুখে অতি ক্ষুদ্র তুটি চোখ —তা' সূর্য্যের আলোর জন্যে সব সময় বোজা থাকে। ডাকবার সময় সে একবার মুখ খুল্‌ল এবং সেই অবসরে তার মুখগহ্বর দেখে আমাদের মনে হ'ল যে তার মধ্যে তু' তিনজন লোক বোধহয় ঢুকে যেতে পারে। একটা একটা করে এই জন্তু অনেকগুলি আমাদের পাশ দিয়ে গাছপালা ভেঙ্গে চলে গেল এবং সর্ব্বশেষে আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'ল একজন চান্দ্রব, যে এদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা বুঝতে পারলুম যে ভগবানের বিধানে এই অতিকায় জন্তু একেবারে মস্তিষ্কহীন, তা' না হ'লে চান্দ্রবের মত ক্ষুদ্র জাতি এদের পৃথিবীর গরুর মত তাড়না করতে পারত না!

চাঁদের বিশাল গরুর সঙ্গে তুলনা করলে চান্দ্রবকে— অর্থাৎ চাঁদের অধিবাসীদের—অতি ক্ষুদ্র, অতি নগন্য নীচ বলতে হয়। চান্দ্রবরা প্রায় তিন ফিট্ লম্বা এবং

আমরা যাকে দেখলুম তার সর্ব্বাঙ্গ কাল চামড়ার মত একপ্রকার পদার্থে আচ্ছাদিত ছিল। তার কাঁধের কাছ থেকে 'দু'খানি সরু ও লম্বা হাত—যা' দৈর্ঘ্যে হাঁটুর নীচে অবধি ঝুলছিল। তার মাথায় মাঙ্কি-ক্যাপের মত একপ্রকার টুপি ছিল যা' থেকে খোঁচা খোঁচা কতকগুলি কাঁটা বেরিয়ে এসেছে—পরে আমরা বুঝতে পারি যে এই কাঁটার সাহায্যে তারা চাঁদের গরুকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চালিয়ে নিয়ে যায়—এবং বোধ করি সূর্য্যের প্রখর আলোর জন্যে তার চোখ দুটো দুটি বৃহৎ চশমায় (Goggles) আচ্ছাদিত ছিল। আর হাতেরই মত তার ছিল অতি সরু ও লম্বা দুটি পা।

চান্দ্রবটি গরুগুলোর পেছনে পেছনে তাড়াতাড়ি চলে গেল। তার চলার ভাবে মনে হ'ল কোন কারণে সে খুব রেগে গেছে এবং কিছুক্ষণ পরেই একটা গরুর আকাশভেদী চীৎকারে বুঝতে পারলুম যে আস্তে আস্তে চলবার জন্যে সে সাজা পেয়েছে। গরুগুলি চলে যাবার পর আবার চারদিকে শান্তি ও স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল এবং আমরাও আবার গ্রহযানের অনুসন্ধান আরম্ভ করলুম। খানিকক্ষণ পরে আবার আমরা আরও কতক-গুলি গরু এবং একটা পাহাড়ে ঢিবির ওপর কয়েকজন চান্দ্রব দেখতে পেলুম। পূর্ব্ব-বর্ণিত চান্দ্রবের মত

এরাও দেখতে ঠিক একরকম। তাদের পাশ কাটিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে আমরা গাছপালা শূন্য একটা ফাঁকা জায়গাতে এসে পড়লুম। ফাঁকা জায়গাটাকে প্রায় দু'শ ফিট্ পরিধির একটি বৃত্ত বলে আমাদের মনে হ'ল। তার চারিদিকে গাছপালা রয়েছে, শুধু বৃত্তের মধ্যে একটিও গাছ নেই। প্রথমটা জঙ্গল ছেড়ে ফাঁকা জায়গায় যেতে আমাদের সাহস হ'ল না, কিন্তু ওটার ভেতর দিয়ে চলতে অনেক সুবিধা হবে ভেবে আমরা আস্তে আস্তে তার কিনারায় এসে দাঁড়ালুম। হঠাৎ ভয়ানক গোলমাল শুনে আমরা থমকে দাঁড়ালুম। গোলমাল বৃত্তের নীচে থেকে আসচে এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল না। মাটির নীচে থেকে বিরাট যন্ত্র ও নানাপ্রকার মেসিনের শব্দ আমাদের কানে পৌঁছতে লাগল। যুদ্ধের সময় গোলাগুলির আওয়াজ শুনে সৈন্যেরা যে রকম মাটিতে শুয়ে পড়ে আমরাও তেমনি ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়লুম এবং প্রয়োজন হ'লে জঙ্গলের ভেতরে আত্ম-গোপন করবার জন্য প্রস্তুত হলুম।

"সরে এস, সরে এস", আমার পেছন থেকে বিরূপাক্ষ হঠাৎ চীৎকার করে উঠল।

বিরূপাক্ষর কথা শোনবার জন্য তার মুখের দিকে

তাকিয়ে আমি সামনে হাত বাড়ালুম, কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়ে অনুভব করলুম, আমার হাত শূন্যে ঝুলতে লাগল—মাটির সংস্পর্শে এল না! মুখ ঘুরিয়ে দেখলুম আমার বুক পর্য্যন্ত মাটির ওপরে রয়েছে, কিন্তু একটা হাত ও মাথা, এক অন্ধকার ও অতল গহ্বরের ওপরে অনিশ্চিত ভাবে ঝুলছে। সেই মুহূর্ত্তে বিরূপাক্ষ পেছন থেকে আমার পা' ধরে টেনে সেখান থেকে আমাকে সরিয়ে নিলে, তা' না হ'লে সেই অতল গহ্বরের মধ্যে আমার জীবন্ত সমাধি হত। সেই ফাঁকা জায়গাটি আর কিছুই নয়—একটি বিশাল গহ্বরের ঢাকনা, যা' সেই মুহূর্ত্তে আস্তে আস্তে সেখান থেকে কোন যন্ত্রের সাহায্যে সরে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ আমরা স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম। তারপর গহ্বরের কিনারায় সরে এসে নীচে কিছু দেখা যায় কিনা পরীক্ষা করবার জন্য অন্ধকারের ভিতরে একাগ্রভাবে তাকিয়ে রইলুম। অন্ধকারে আমাদের চোখ খানিকটা অভ্যস্ত হতেই দেখতে পেলুম চারদিকে কতকগুলি বাঁধানো দেয়াল নীচে বোধ করি পাতালে নেমে গিয়েছে —অন্ধকারে তাদের শেষ আমাদের চোখে পড়ল না। আরও খানিকক্ষণ পরে বুঝতে পারলুম দেয়ালগুলি বেশ ঢালু এবং আসলে সেগুলি নিচে নামবার সিঁড়ি!

অন্ধকারের. ভিতরে কতকগুলি ক্ষীণ আলোর দীপশিখা এবং তার সঙ্গে ছায়ামূর্ত্তির মত কতকগুলি প্রাণীও আমরা দেখতে পেলুম।

"ছায়ামূর্ত্তির মত নীচে ওগুলো কি নড়চে?" আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"চান্দ্রবরা নিশ্চয়ই", বিরূপাক্ষ বললে, "ওরা বোধ করি রাত্রে নীচে থাকে। দিনের বেলা শুধু বেরিয়ে আসে। ওরা সম্পূর্ণ অসভ্য নয়—দেখছি এঞ্জিনিয়ারিং বিগ্যাটা ওদের ভাল করেই জানা আছে।"

"কিন্তু গ্রহযানটা না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়া আমাদের উচিত হবে না।"

"না। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য গ্রহযানটাকে খুঁজে বার করা", বিরূপাক্ষ বললে।

তারপর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আবার আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল। খানিকক্ষণ চলবার পরেই আমার হাত-পা' ও গলাতে জ্বালা করতে লাগল। আমি নিশ্চল হয়ে বসে পড়লুম।

"বিরূপাক্ষ", আমি বললুম, "কিছু না খেয়ে আমি আর এক পা' এগুতে পারছি না।"

"আর খানিকক্ষণ সবুর কর", বিরূপাক্ষ ভাঙ্গা গলায় বললে। বুঝতে পারলুম তার অবস্থাও আমারই মত।

"গ্রহযানের মধ্যে আমাদের সমস্ত খাবার—সেটা না পেলে তো কোনো উপায় নেই। সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে আমাদের বেরোন উচিত ছিল।"

"কিন্তু কিছু আমাকে খেতেই হবে। জল তেষ্টায় আমার গলা শুকিয়ে গেছে।"

"আমারও তাই। তবু হতাশ হ'লে কিছুতেই চলবে না।"

এতক্ষণে আমি আবিষ্কার করলুম যে সেই ফিকে সবুজ গাছগুলোতে দেখতে অনেকটা কমলালেবুর মত লাল একপ্রকার ফল ধরেছে। একটা ফল গাছ থেকে পেড়ে ভাঙতেই তা থেকে তাল শাঁসের মত জল বেরিয়ে এল। গন্ধ শুঁকে মনে হ'ল সেটা খাওয়া যেতে পারে। তখন মনের আনন্দে বিরূপাক্ষকে সেটা দেখালুম।

কিন্তু বিরূপাক্ষ বাধা দিয়ে বললে, "খেয়ো না, খেয়ো না। খুব সম্ভবতঃ ওটা বিষ।"

আমি মরিয়া হয়ে বললুম, "হোক্‌গে বিষ। না খেয়ে মরার চেয়ে খেয়ে মরা ভাল।"

বিরূপাক্ষ হাত বাড়িয়ে আমাকে থামাতে গেল, কিন্তু তার আগেই একটা আস্ত ফল আমি মুখে পুরে দিয়েছি। তখন সে ব্যগ্রভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"বাঃ, চমৎকার। খাওনা একটা", আমি বললুম।

বিরূপাক্ষ তবুও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর খিদের জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে সেও খেতে আরম্ভ ক'রলে। আমাদের কারুর তখন কথা বলবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা অবসর ছিল না। রাক্ষসের মত ফলগুলো খেতে লাগলুম।

শীগ্‌গীরই আমাদের খিদে ও তেষ্টার অবসান হ'ল। আমাদের শরীর গরম হয়ে উঠল এবং অসংযত ভাবে কথা বলতে ইচ্ছে হ'ল।

"চমৎকা—র্‌র্‌ ফল", আমি মাতালের মত বিরূপাক্ষর পিঠ চাপড়ে বললুম। "বেড়ে আবিস্‌—কার্‌ হে তোমার।"

বিরূপাক্ষও সমান উৎসাহে বললে, "বুড্‌ডি থাকলে কি হয়—মানে, কি না হয়। এই তো চাঁদটাকে আবিস্‌কার করে ফেললুম।"

এতক্ষণ আমি একটা গাছে হেলান দিয়ে বসেছিলুম। এবারে তর্ক করবার জন্য সোজা হয়ে বসে বললুম, "তুম্‌মি মনে কর চাঁদটাকে আবিস্‌কার করেছ। হো—হো—হো—ইডিয়ট্‌ কোথা—কার্‌র্‌। চাঁদ তো চিরকালই আচ্‌ছে। তুমি আর আমি—বুঝলে শুধু তুম্‌মি নয় আমিও—এখানে প্রথম এসেছি।"

বিরূপাক্ষ একথা শুনে চটে গিয়ে বললে, "তুম্‌মি

একেবারে মাতালের মত বক্‌ছ, তা জান। আমি না থাকলে তুমি কোওন্ চুলোয়, হ্যাঃ।”

বিরূপাক্ষর কথাতে হঠাৎ আমার খেয়াল হ’ল আমরা মাতাল হয়েছি—না হ’লে বিরূপাক্ষর মত গম্ভীর প্রকৃতির লোক কখনই বাচালের মত ব্যবহার করে না। ফলগুলো খাওয়াতে এ অবস্থা হয়েছে তাও আমি বুঝতে পারলুম। বললুম, “বিরূপাক্ষ, ফলগুলো খেয়ে আমরা দু’জনেই বোধ হয় মাতাল হয়েছি।”

বিরূপাক্ষর তখন ভয়-ভাবনা কোথায় উবে গেছে। আমার মাথায় হাত রেখে সে টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললে, “মাটাল? আম্‌মি মাটাল হইনি—তুমি হয়েছ। চলো যানটা খুঁজে দেখা যাক্। এই দেখ আমার বুদ্ধি এখনও ঠিক আছে। কে বলে আমি মাটাল হ’য়েছি?”

আমিও উঠে পড়ে বললুম, “চলো, গ্রহযান—না কি রাবিশ্ তুমি আবিষ্কার করেছ—সেটা খুঁজি।” বলে’ দু’জনে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে প্রাণপণে চীৎকার করে গান গাইতে গাইতে অগ্রসর হলুম।

খানিকটা গিয়েই একটা ঢিবির ওপরে কতকগুলি চান্দ্রবকে দেখে আমরা থমকে দাঁড়ালুম। এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার বুদ্ধি ফিরে এল—আমি প্রকৃতিস্থ হলুম।

বিরূপাক্ষকে বললুম, "লুকোও—শীগ্‌গীর জঙ্গলের ভেতরে। চান্দ্রবরা আমাদের দেখে ফেলেছে।"

চান্দ্রবরা এতক্ষণ কিচির-মিচির করে কথা বলছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে তারা চুপ করে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিরূপাক্ষ রেগে উঠে বললে, "লুকোবো? এই পিঁপড়েগুলিকে দেখে। কখ্‌খনো না।" তারপর হঠাৎ সে একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিলে—বোধ হয় চান্দ্রবদের মারবার জন্য—বিকট চীৎকার করে তাদের দিকে দিলে এক লাফ! চান্দ্রবদের মাথার উপর দিয়ে শূন্যে তিন পাক খেয়ে, একটা ছোটখাটো পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বিরূপাক্ষ আমার দৃষ্টির বাইরে কোথায় অবতরণ করল। আমিও এক লাফে তার অনুসরণ করলুম। তারপরে বোধ হয় আমাদের কারুর জ্ঞান ছিল না।

আট

সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। জড়সড় হয়ে আমি বসে আছি—চারদিকে দারুণ অন্ধকার। আমি কোথায় তাও চট্ করে মনে ক'রতে পারলুম না। প্রথমে আমার মনে হ'ল আমরা তখনও গ্রহযানের ভিতরে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার কাছে অন্ধকার অসহ্য হয়ে উঠল।

আমি বললুম, "বিরূপাক্ষ একটা আলো জ্বেলে দাওনা।"

কিন্তু তার কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

আমি আবার ডাকলুম, "বিরূপাক্ষ।"

আমার কথার উত্তরে একটা গোঙানির শব্দ কানে এল। "উঃ, মাথায় কি যন্ত্রণা" বিরূপাক্ষ বললে।

তখন আমিও মাথায় যন্ত্রণা অনুভব করে হাত তুলতে

গিয়ে দেখলুম আমার হাত ও পা শৃঙ্খলাবদ্ধ। আমি জোর করে সে শৃঙ্খল ভাঙ্গতে গেলুম, কিন্তু পারলুম না। ভয়ানক চটে গিয়ে বললুম, "বিরূপাক্ষ, তুমি আমার হাত-পা শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছ কেন ?"

"আমি করিনি", বিরূপাক্ষ কাতর ভাবে বললে। "চান্দ্রবেরা করেছে।"

এতক্ষণে সমস্ত ঘটনা আমার মনে পড়ল। আমি বুঝতে পারলুম ফল খেয়ে মাতাল হবার পরে চান্দ্রবেরা আমাদের বন্দী করে এখানে এনে রেখেছে।

"বিরূপাক্ষ !" আমি ভীতস্বরে ডাকলুম।

"কেন ?"

"আমরা কোথায় ?"

"তা' আমি কেমন করে জানব ?"

"আমরা কি মরে গেছি ?"

"পাগল !"

"ওরা আমাদের বন্দী করেছে। এখন কী করবে ?"

"জানি না", বিরূপাক্ষ খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিল।

আমাদের কথাবার্ত্তা আর বেশিদূর অগ্রসর হ'ল না —যে-যার চিন্তায় নিমগ্ন হলুম। আমি একান্তভাবে দুর্ভাগ্যের জন্য নিজকে অভিশাপ দিচ্ছি এমন সময়

নিকটে কোথাও খস্ খস্ করে একটু শব্দ হ'ল এবং হঠাৎ অতি সূক্ষ্ম একটি আলোর রেখা আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'ল।

"দেখ, দেখ", বিরূপাক্ষ বললে।

"কি ও ?"

"একটা তীব্র নীল আলোর রেখা।"

আমরা দু'জনে একাগ্রভাবে সেদিকে তাকিয়ে রইলুম। যে ছিদ্রের ভিতর দিয়ে আলোর রেখা প্রবেশ করছিল হঠাৎ সেটা বড় হয়ে গেল এবং আমরা বিস্মিত হয়ে দেখলুম যে প্রকাণ্ড একটি দরজা খুলে গেল। বুঝতে পারলুম একটা ঘরের মধ্যে আমরা বন্দী হয়ে আছি। বাইরে তীব্র নীল আলোতে চারদিক উদ্ভাসিত এবং দরজার কাছে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি চান্দ্রব।

গরু তাড়াবার সময় আমরা যে চান্দ্রব দেখেছিলুম, এখন দেখলুম তাদের সঙ্গে এর কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। এর চোখে নীল চশমা ছিল না এবং মাথায় খোঁচা খোঁচা কাঁটার টুপিও ছিল না। সুতরাং চান্দ্রবদের চেহারা আসলে কি রকম তা' আমরা এতক্ষণে জানতে পারলুম। আমাদের সম্মুখীন চান্দ্রবটার মুখের দিকে তাকিয়ে সেটাকে কোন প্রাণীর সত্যিকারের মুখ বলে মনে হচ্ছিল

না—সেটাও একটা বীভৎস মুখোস বললেই চলে। চান্দ্রবটার কান ছিল না, মুখের উপরে নাক ছিল না এবং আমাদের যেখানে কান থাকে সেইখানে ছিল বড় বড় দুটো চোখ। তার মুখ ছিল বটে কিন্তু ঠোঁট দুটো মানুষের মত উপরের দিকে পাশাপাশি না হয়ে ডাইনে-বাঁয়ে পাশাপাশি ছিল। তার দুটো সরু ও লম্বা হাত—তা' হাঁটু ছাড়িয়ে প্রায় পায়ের পাতা অবধি পোঁছেচে। ছেলেবেলা ভূত বলতে আমাদের মনে যে ছবি ভেসে উঠত, চান্দ্রবটা আমার মনে ঠিক সেইরকম অনুভূতি জাগিয়ে তুল্‌ল।

চান্দ্রবটা নিশ্চল হয়ে নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমাদের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল; আমরাও অভিভূতের মত তাকে নিরীক্ষণ করলুম। তারপর সে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমাদের পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকারে নিমজ্জিত করে অন্তর্হিত হ'ল।

কিছুক্ষণ আমরা চুপচাপ কাটিয়ে ছিলুম। সমস্ত ব্যাপারটা এতই অস্বাভাবিক, এমন কি অসম্ভব মনে হচ্ছিল যে আমি নিজেকে কিছুতেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলুম না।

"আমরা তাহলে চান্দ্রবদের হাতে বন্দী", আমি শেষ পর্য্যন্ত বললুম।

"ঐ ফলগুলো না খেলে আমাদের এ অবস্থা হত না," বিরূপাক্ষ বিরক্তভাবে উত্তর দিলে।

"কিন্তু ফলগুলো না খেলে আমরা খিদে ও তেষ্টায় মরে যেতুম।"

"তার আগে আমরা হয়ত গ্রহযানটা খুঁজে বার করতে পারতুম।"

"থাক্‌গে, অনুশোচনা করে লাভ নেই। এখন কি করা উচিত?" আমি বললুম।

"চান্দ্রবদের বুদ্ধি আছে বলে মনে হয়। ওদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিজেরাই বানাতে পারে। যেমন, যে নীল আলোটা আমরা দেখলুম তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় ওরা আদিম মানুষের চেয়েও উঁচু স্তরে আছে।"

একটু থেমে বিরূপাক্ষ আবার বললে, "আমরা এখন বোধ করি মাটির এক হাজার কি দু' হাজার ফিট্ নীচে আছি। এখানকার আবহাওয়া অনেক ঠাণ্ডা। তাছাড়া আমাদের কথাও অনেক স্পষ্ট এবং অনেক কাছে থেকে আমরা পরস্পরের কথা শুনতে পাচ্ছি যা চাঁদের ওপরে সম্ভব হয়নি। এখানকার বাতাসও অনেক ঘন। আমার মনে হয় আমরা চাঁদের এক মাইল নীচে আছি।"

"চাঁদের নীচে একটা আলাদা জগৎ আছে একথা কে ভাবতে পারত?" আমি বললুম।

তারপর কথা ঘুরিয়ে নিয়ে যে কথা সমস্তক্ষণ আমার মনে জাগ্রত ছিল তাই বললুম, "গ্রহযানটার কি হয়েছে তুমি মনে কর?"

"হারিয়ে গেছে", বিরূপাক্ষ দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে উত্তর দিলে।

"চান্দ্রবরা যদি হঠাৎ ওটাকে পেয়ে যায়?" আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

"কি আর হবে! তারা ওটার মধ্যে ঢুকে কিছু বুঝতে না পেরে কলকব্জা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এক সময় ওপরে উঠে যাবে, এবং আমরাও চিরকালের জন্যে এখানে থেকে যাব।"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এখানে চিরকাল থাকতেও তোমার আপত্তি নেই।

"আপত্তি আর কি! নতুন জ্ঞান—"

"চুলোয় যাক্ তোমার নতুন জ্ঞানলাভ, চুলোয় যাক্ তোমার বিজ্ঞান। এখন এখান থেকে বেরোবার একটা মৎলব বার কর", আমি রেগে গিয়ে বললুম।

"এখন প্রধান সমস্যা হচ্ছে", বিরূপাক্ষ বললে, "ওদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করা। ওদের বুঝিয়ে দিতে

হবে যে আমরা কোন হিংস্র পশু নয়; আমরাও অনুভব করতে পারি, বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি। এরা যে আমাদের হাতে পেয়েই বধ করেনি তাতে বুঝতে হবে যে এদের ভেতরে দয়া আছে। তারপর আমাদের হাত ও পায়ের শৃঙ্খল ও ঐ নীল আলো থেকেও বোঝা যায় যে এরা বেশ বুদ্ধিমান প্রাণী। প্রথমে অঙ্গভঙ্গী দিয়ে আমাদের মনের ভাব এদের বুঝিয়ে দিতে হবে; তবে তাতে কতদূর কৃতকার্য্য হব তা বলা যায় না, কারণ আমাদের অঙ্গভঙ্গীর ভাষা এরা নাও বুঝতে পারে।"

আমরা নানাপ্রকার আলোচনায় ব্যস্ত, এমন সময় আমাদের কারাকক্ষের দরজা আবার খুলে গেল এবং তীব্র নীল আলোতে ঘরটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই আলোতে দেখলুম কয়েকজন চান্দ্রব ঘরের মধ্যে ঢুকল এবং তাদের দু'জনের হাতে দু'টি বৃহৎ পাত্র। হঠাৎ আমার এতক্ষণের অবরুদ্ধ ক্ষুধা তীব্রভাবে জেগে উঠল এবং একটা ক্ষুধিত বাঘের মত আমি খাবারের পাত্রের দিকে তাকাতে লাগলুম। পাত্রের মধ্যে যে আমাদের জন্য খাবার ছিল সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। চান্দ্রবেরা পাত্র দুটি আমাদের দু'জনের সামনে রাখল এবং অতি দক্ষতার সঙ্গে আমাদের হাতের শৃঙ্খল উন্মোচন করল, যাতে খেতে আমাদের কোন অসুবিধা

না হয়। খাবারের পাত্রে ছিল বড় বড় মাংসের টুক্‌রো ও ঝোল। সাধারণ অবস্থায় এরকম বিস্বাদ জিনিষ আমি হয়ত স্পর্শ করতুম না, কিন্তু সেদিন আমি ঐ মাংস এত তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিলুম যে জীবনে কোন খাবার এত উপভোগ ক'রেছি কিনা সন্দেহ।

খাওয়া হয়ে গেলে একজন চান্দ্রব এগিয়ে এসে আমাদের হাতে আবার হাতকড়ি পরিয়ে দিলে ও পায়ের শৃঙ্খল খুলে দিলে। আমরা লক্ষ্য করলুম চান্দ্রবদের সরু হাত তুষারের মত ঠাণ্ডা এবং একটুক্‌রো ভিজে কাপড় গায়ে লাগলে যে রকম অনুভূতি হয় এদের হাত লেগেও আমাদের ঠিক সেই রকম মনে হ'ল। আমাদের পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওরা পাখীর মত কিচির-মিচির করতে লাগল। সে ভাষার এক বর্ণও আমরা বুঝতে পারলুম না। হঠাৎ কিছু করে বসা অনুচিত মনে করে আমরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে রইলুম। ক্রমে ওদের মধ্যে তর্ক একটু জোরাল হয়ে উঠল বলে' আমাদের মনে হ'ল। আমরাই যে তর্কের বিষয় তাও বুঝতে পারলুম, কিন্তু কি করা উচিত কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। বিরূপাক্ষ শেষটায় বিরক্ত হয়ে বললে,

এস আমরাও ওদের মত মাথা নাড়ি ও কিচির-মিচির করে দেখি তাতে কোন ফল হয় কিনা। ওদের অনুকরণ করতে দেখে কিছুক্ষণের জন্য চান্দ্রবরা চুপ করল, কিন্তু তার পরেই সবাই মিলে ভীষণ বেগে মাথা নাড়তে সুরু করল। এর কোন অর্থ উদ্ধার করতে না পারাতে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হ'ল। তারপর অন্য সকলের চেয়ে একটু মোটা একজন চান্দ্রব হঠাৎ বিরূপাক্ষর পাশে এসে শুয়ে পড়ল এবং একটু পরে চট্ করে আবার উঠে দাঁড়াল। তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম; ওরা আমাদের উঠতে ব'লছে।

আমরা উঠতেই সেই চান্দ্রবটি এসে একবার করে আমাদের গালে হাত রাখল এবং তারপর দরজার দিকে এগিয়ে চলল। এটাও বেশ বোঝা গেল; ওরা আমাদের অনুসরণ করতে ব'লছে। দরজার বাইরে এসে দেখি বর্শা হাতে চারজন চান্দ্রব দাঁড়িয়ে আছে; তারা দু'জন করে আমাদের দু'পাশে দাঁড়াল এবং এইরকম বন্দী অবস্থায় আমরা ওদের সঙ্গে যেতে লাগলুম।

বাইরে এসে বুঝতে পারলুম এতক্ষণ একটি গুহার মধ্যে আমরা বন্দী ছিলুম। তারপর তীব্র নীল আলোর উৎসটিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'ল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য; বিস্ময়ে আমরা সেখান থেকে চোখ ফেরাতে

পারলুম না। প্রকাণ্ড একটি যন্ত্র—সেটী কেন অথবা কিভাবে নির্ম্মিত হ'য়েছে জানি না, কারণ সেটা পরীক্ষা করবার সুযোগ আমরা পাইনি—তা থেকে দানবীয় হাত ও-পা'র মত বিশাল কতকগুলি অংশ ঝুলছে। মাঝখানে একটা মোটা দণ্ডের সঙ্গে এগুলি সংযুক্ত; দণ্ডটা ক্রমাগত ঘুরছে এবং বিশাল হাত-পাগুলিও সেই সঙ্গে ঘুরছে। হাত-পাগুলি এক পাক ঘুরে নীচের দিকে আসতেই যন্ত্রের ওপর থেকে একটি মস্ত বড় জালা বেরিয়ে এসে পাশে একটা খালের মধ্যে তীব্র নীল এক প্রকার গলিত পদার্থ ঢেলে দিচ্ছে। খালের ভিতর দিয়ে এই নীল পদার্থটি এঁকে-বেঁকে একদিকে চলে গেছে; কোথায় গিয়ে সে খাল শেষ হয়েছে তা আমরা তখনও আবিষ্কার করতে পারিনি। এই তীব্র নীল পদার্থের জন্যই চতুর্দ্দিক নীল আলোতে উদ্ভাসিত। এই দানবীয় যন্ত্রটার মত—এত বড় যন্ত্র পৃথিবীর কোন কারখানাতে নেই—চট্ করে শুধু চোখে দেখে যে ধারণা হয় আমরা তারই বর্ণনা দিতে পারলুম, কারণ ভাল করে পরীক্ষা করবার সুযোগ আমাদের হয়নি। এই যন্ত্রটির শব্দই চাঁদের ওপরে আমাদের কানে এসে পৌঁছেছিল।

বিজ্ঞানের এই বিশাল পরিণতির প্রমাণ দেখে আমি নতুন শ্রদ্ধায় চান্দ্রবদের মুখের দিকে তাকালুম। যারা

এত বড় জিনিষ কল্পনা করতে পারে এবং এঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধিবলে তাকে কার্য্যে পরিণত করতে পারে তারা আর যাই হোক্ কোন নির্ব্বোধ জন্তু নয়। যন্ত্রটার কাছে এসে আমরা ভাল করে দেখবার জন্য দাঁড়ালুম। কিন্তু সেই মোটা চান্দ্রবটি, যে এতক্ষণ আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে আগে আগে যাচ্ছিল, ফিরে এসে আমাদের গাল স্পর্শ করে খানিকটা এগিয়ে গেল। আমরা তার ভাষা বুঝতে পেরেও না বোঝবার ভাণ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যন্ত্রটাকে ভাল করে পরীক্ষা করা।

"ওদের কি বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় যে আমরা এই যন্ত্রটাকে দেখতে চাই?" আমি বললুম।

"দেখি চেষ্টা করে।"

কিন্তু কথা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বিরূপাক্ষ চীৎকার করে একটা ছ'ফুট লম্বা লাফ দিল। পিছন থেকে একটা চান্দ্রব তাকে খোঁচা দিয়েছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ দু'হাত উঁচু করে ঘুঁষি বাগিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ সেই চান্দ্রবটাকে তাড়া করলুম। চান্দ্রবরা আমাদের এই আকস্মিক ভাব পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ওরাও ভয় পেয়ে খানিকটা পেছনে হটে গেল।

"আমাকে খোঁচা দিয়েছে", বিরূপাক্ষ ছেলেমানুষের মত বলে উঠল।

"দেখেছি।" তারপর চান্দ্রবদের দিকে তাকিয়ে বললুম, "মনে রেখো ওসব চালাকি আমাদের সঙ্গে চলবে না। ফের্ যদি ওরকম খোঁচা দাও তো কারুর রক্ষা নেই।" সে সময় আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে ওরা আমাদের ভাষা বুঝতে পারে না।

তারপর পালাবার কোন পথ আছে কিনা দেখবার জন্য আমি চট্ করে একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলুম। খানিকটা দূরে একটা সূড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে কতকগুলি চান্দ্রব আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে দেখতে পেলুম। চারদিকেই সূড়ঙ্গের পথ রয়েছে, কিন্তু তারা অন্ধকারের ভেতরে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। নাঃ, কোন উপায় নেই—হতাশ হয়ে আমি ভাবলুম। ওপরে ডাইনে বাঁয়ে সবদিকেই অন্ধকার ও অজানার ভয় এবং সামনে একদল বর্শাধারী চান্দ্রবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা দু'জন নিরস্ত্র প্রাণী।

নয়

এ অবস্থায় চান্দ্রবদের কাছে আমাদের পরাভব স্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না। সুতরাং আমরা অত্যন্ত বিনীত চেহারা করে ওরা যেদিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল সেইদিকে আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করলুম ওরাও বোধ হয় আমাদের মুখ দেখে মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল। প্রথমে খানিকটা দূর থেকে ওরা আমাদের অনুসরণ করল, কিন্তু শীগ্‌গিরই ওদের ভয় সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেল এবং আগেকার মত আমাদের ঘিরে গন্তব্য স্থানা-ভিমুখে চল্‌ল। সমস্ত পথটা আমি গোপনে হাতের শৃঙ্খল খুলতে চেষ্টা করতে লাগলুম এবং খানিকক্ষণ চেষ্টা করবার পরেই বাঁধন এত আলগা হয়ে গেল যে তারপরে যে কোন মুহূর্ত্তে আমি ইচ্ছে করলেই ওটা খুলে ফেলতে পারতুম।

একটা গুহা অতিক্রম করে আমরা একটা অত্যন্ত সরু সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে চলতে লাগলুম। সুড়ঙ্গের কাছেই কোথাও নিশ্চয় সেই নীল ফোয়ারার ধারা ছিল যাতে আমাদের পথটা আলোকিত হয়ে উঠেছিল। সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে আমরা যতই অগ্রসর হতে লাগলুম ততই তার পরিধি বাড়তে লাগল। অনেকক্ষণ চলবার পরে আমরা একটা উঁচু জায়গাতে এসে আটকে গেলুম। নীল আলোটাও যেন এইখানে এসে হঠাৎ থেমে গেছে। আমরা আর অগ্রসর হতে সাহস করলুম না। কিন্তু পথপ্রদর্শক সেই মোটা চান্দ্রবটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও খানিকটা হেঁটে গেল। তখন আমরা ভাল করে তাকিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম।

আমরা একটা গভীর খাদের এপারে দাঁড়িয়ে আছি। নীল আলোর ধারাও সেই গভীর খাদে প্রবেশ করে কোন বিভিন্ন পথে হয়ত ওপারে গেছে; সেইজন্যই আমাদের মনে হয়েছিল আলোটা এখানে এসে হঠাৎ থেমে গেছে। খাদটা ঠিক কতখানি গভীর তা' বোঝবার উপায় ছিল না, তবে সেটা যে অতলস্পর্শী সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল না, কারণ নীল আলোর ধারা খাদের মধ্যে থাকতেও ওপর থেকে আমরা শুধু অন্ধকারই দেখতে পাচ্ছিলুম। খাদের এ প্রান্তে সরু একখানি

তক্তা ফেলা ছিল যা' অন্ধকারের মধ্যে কতদূরে গিয়ে শেষ হয়েছে জানবার কোন উপায় ছিল না।

মোটা চান্দ্রবটি সেই তক্তার ওপর দিয়ে অনায়াসে খানিকটা হেঁটে গিয়ে ফিরে এসে আমাদের অনুসরণ করতে ইঙ্গিত ক'রল। আমরা তবুও নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছি দেখে সে আবার সেই সরু তক্তাটায় উঠে চলতে লাগল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পরে আর একজন চান্দ্রবও তক্তাটার উপর দিয়ে খানিকটা গিয়ে আমাদের দিকে ফিরে তাকাল এবং পাহারাওয়ালা অন্য সব চান্দ্রবেরাও আমাদের পেছনে পেছনে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। তবুও আমরা নড়ছি না দেখে তারা বিস্মিত হয়ে ফিরে এল।

"এ তক্তাটা কতদূর গিয়ে শেষ হয়েছে?" আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"অন্ধকারে তো কিছুই দেখা যায় না", বিরূপাক্ষ বললে।

"এত সরু তক্তার উপর দিয়ে আমি কিছুতেই যেতে পারব না।"

"ওটার ওপর দিয়ে আমি তিন পা' হাঁটতে পারব না। ওর ওপরে উঠলেই আমি মাথা ঘুরে নীচে পড়ে মরব।"

"মাথা ঘোরা কাকে বলে তা' ওরা হয়ত জানে না। কিন্তু ওদের এখন বোঝাই কি করে যে এত সরু তক্তার উপর দিয়ে পৃথিবীর কোন প্রাণীর পক্ষে হাঁটা সম্ভব নয়", আমি বললুম।

"যেমন করে হোক্ ওদের বোঝাতেই হবে", বিরূপাক্ষ বললে।

তক্তাটার সব চেয়ে কাছে আমিই দাঁড়িয়েছিলুম; সুতরাং দু'জন চান্দ্রব আমাকে ধরে সেদিকে টানতে লাগল। আমি তৎক্ষণাৎ এক হেঁচ্‌কা টানে হাতের শৃঙ্খলটা খুলে ফেললুম।

এমন সময় বিরূপাক্ষ বললে, "আমার মাথায় একটা চমৎকার মৎলব এসেছে।"

কিন্তু তার কথা শোনবার সময় আমার ছিল না: একটা চান্দ্রব আমাকে বর্শার খোঁচা দিয়েছিল। বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি তাকে ভীষণ ভাবে বললুম, "দেখ্, ফের্ যদি—" কিন্তু কথা শেষ করবার আর সময় পেলুম না। চান্দ্রবটা আবার আমাকে খোঁচা দিলে। বিরূপাক্ষর কণ্ঠস্বর কানে এল, "ওহে মুকুল, আমি একটা চমৎকার মৎলব বার ক'রেছি।" চুলোয় যাক্ ওর মৎলব। আমি তখন ভয়ে ও রাগে প্রায় অন্ধের মত হ'য়েছি। যে চান্দ্রবটা আমাকে বর্শার খোঁচা দিয়েছিল,

আমার হাতের মোটা শৃঙ্খলের এক প্রান্ত শক্ত করে ধরে তাকে জোরে মারলুম এক ঘা। আঘাতের চোটে চান্দ্রবটা খানিকক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে হাত কুড়ি দূরে ছিট্‌কে পড়ে মরে গেল। অথচ, আমি বিস্মিত হয়ে ভাবলুম, ওরা এত হাল্‌কা জীব যে আমার হাতের চেনটা ওকে খুব জোরে আঘাত ক'রেছে বলেই আমার মনে হ'ল না।

আমার কাণ্ড দেখে অন্য সব চান্দ্রবেরা বোধ করি এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর একটা বর্শা বোঁ করে আমার মাথার কাছে খাদের গায়ে এসে লাগল। বর্শাটা তুলে নিয়ে যে চান্দ্রবটা সেটা ছুঁড়েছিল আমি এক লাফে তাকে ধরতে গেলুম। সেও সামলাতে না পেরে আমার পায়ের নীচে পড়ে পা'র চাপে মারা গেল। আমি তৎক্ষণাৎ বাকিগুলোকে এক হাতে চেন ও এক হাতে বর্শা নিয়ে তাড়া করলুম। দু'একটা আমার ও বিরূপাক্ষর পায়ের চাপে ও হাতের ধাক্কা খেয়ে মারা গেল; বাকিগুলো প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালালো।

আমি তাড়াতাড়ি বিরূপাক্ষর শৃঙ্খল খুলে দিলুম এবং আত্ম-রক্ষার জন্য সেটা তাকে হাতে রাখতে বললুম। তারপর সেই নীল হ্রদ অনুসরণ করে যে পথে এসেছিলুম সেই পথে দু'জনে ছুটতে লাগলুম। ছুটতে ছুটতে খানিকক্ষণ পরে আমরা নীল হ্রদ ছাড়িয়ে একটা

অন্ধকার পথে প্রবেশ করলুম। কিছুদূর গিয়েই আর একটা সুড়ঙ্গের পথ আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'ল। বিরূপাক্ষ আমার আগে ছিল। উঁকি দিয়ে দেখে সে বললে, "পথটা বড় অন্ধকার; যাওয়া যাবে কি?"

আমি বললুম, "তুমি বোধ হয় একবার নীল হ্রদে পা' ডুবিয়েছিলে। তোমার পা' যতক্ষণ ভিজে থাকবে ততক্ষণ তোমার পায়ের নীল আলোতে আমরা পথ দেখতে পাব। চল।"

বিরূপাক্ষ তার পা' থেকে বিচ্ছুরিত নীল আলো লক্ষ্য করে বললে, "তাইত, এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি।"

হঠাৎ আমাদের পেছনে চান্দ্রবদের গোলমাল ও হল্লা শুনতে পেলুম। ওরা বোধ হয় আমাদের পেছন নিয়েছে! আবার আমরা প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করলুম। কিছুক্ষণ পরে চান্দ্রবদের চীৎকার ধ্বনি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল—বুঝতে পারলুম আমরা ওদের অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। হঠাৎ আমাদের সামনে দিনের আলোর মত একপ্রকার আলো ফুটে উঠল। আশা ও আনন্দে আমাদের হৃদয় নাচতে লাগল।

বিরূপাক্ষ চীৎকার করে বললে, "দেখেছ, দিনের আলো—"

আমিও আনন্দের আতিশয্যে এক বিরাট্ লাফ দিয়ে বললুম, "আর ভাবনা নেই দিনের আলো—"

কিন্তু আসলে ওটা মোটেই দিনের আলো নয়।

আমার পেছনে বিরূপাক্ষও এল এবং অত্যন্ত হতাশ হয়ে আমরা দেখলুম সুড়ঙ্গের বাইরে খানিকটা খোলা জায়গাতে বেঙেরছাতার মত কতকগুলি ছোট-ছোট উজ্জ্বল (phosphorescent) গাছের বিস্তৃত জঙ্গল এবং সেই গাছ থেকেই সাদা দিনের আলোর মত একপ্রকার আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমরা দু'জনে আশাহত হয়ে সেইখানেই বসে পড়লুম।

"আমি ভেবেছিলুম ওটা দিনের আলো", বিরূপাক্ষ বললে।

"দিনের আলো!" আমি তীব্র হতাশার সুরে বললুম, "প্রভাত, সূর্য্যোদয়, মেঘ-ভারাক্রান্ত আকাশ এসব কি আর কখন আমরা দেখতে পাব! সে আশা শেষবারের মত ছেড়ে দাও। এতক্ষণে বোধ হয় সমস্ত গ্রহতে আমাদের আগমন-বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়েছে এবং শীগ্‌গিরই ওরা দলবল নিয়ে আমাদের আবার খুঁজতে বেরোবে। এবারে ধরা পড়লে আমাদের কি গতি হবে তা' কি বুঝতে পারছ না?"

"তোমারই দোষে এ ব্যাপারটা হ'ল।"

"আমার দোষে!" আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম।

"নিশ্চয়। আমার মাথায় একটা চমৎকার মৎলব এসেছিল।"

"চুলোয় যাক্ তোমার মৎলব।" বিরূপাক্ষর কথা শুনে রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগল। এই বিপদের মধ্যেও দেখছি লোকটার পাগলামির অন্ত নেই।

"আমরা যদি ওখান থেকে না নড়তুম--"

"বর্শার খোঁচা খেয়েও?"

"হ্যাঁ। তাহলে ওরা আমাদের তুলে নিয়ে যেত।"

"ওই ছ'ইঞ্চি চওড়া তক্তার উপর দিয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"তার চেয়ে বলনা যে একটা মাছি তোমাকে তুলে নিয়ে আকাশে উড়ে যেত" : বিরূপাক্ষর চমৎকার মৎলব শুনে আমি হাসি সামলাতে পারলুম না।

হঠাৎ গাছের সাদা আলোতে একটা জিনিষ লক্ষ্য করে আমি চমকে উঠলুম। বললুম, "বিরূপাক্ষ আমাদের শৃঙ্খল ও আমার হাতের এই বর্শা সবই সোনা—খাঁটি সোনার তৈরী।"

বিরূপাক্ষ কি ভাবছিল। একবার আমার দিকে

তাকিয়ে বললে, "তাই দেখ্ছি।" তারপর আমার আবিষ্কারে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে আবার চিন্তামগ্ন হ'ল।

কিছুক্ষণ পরে সে বললে, "এখন আমাদের মাত্র দুটি পথ খোলা আছে।"

"কি ?"

"হয় যুদ্ধ করে কি যেমন করে হোক্ বাইরে অর্থাৎ চাঁদের ওপরে উঠে আমাদের গ্রহযানটাকে খুঁজে বার ক'রতে হবে নইলে রাত্রের শীতে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু, নতুবা……"

"কি, বল ?"

"চান্দ্রবদের সঙ্গে ভাব করে এখানে থাকবার বন্দোবস্ত করতে হবে", বিরূপাক্ষ বললে।

"ভাব করতে হয় তুমি করোগে। আমি আর ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাইনে", আমি দৃঢ়ভাবে বললুম।

"চুপ, ওটা কিসের শব্দ ?" বিরূপাক্ষ হঠাৎ বলে উঠল।

উৎকর্ণ হয়ে খানিকক্ষণ শুনে আমি বললুম, "ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে। বোধ হয় সমস্ত জাতটা এবারে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।"

"আমি ওদের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। খুব কাছেই হয়ত ওরা কোথাও আছে।"

"নিশ্চয় আছে। চল পালাই।"

অন্ধকার পথ আলোকিত করবার জন্য কতকগুলি গাছ ভেঙ্গে আমরা সঙ্গে নিলুম। তারপর যে গুহাটা সামনে দেখলুম সেইটের মধ্যেই তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লুম।

অন্ধকারের ভেতরে আমাদের পথ আর শেষ হয় না। এঁকে-বেঁকে একটা সুড়ঙ্গ থেকে অন্য একটা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে আমরা ক্রমাগত চলতে লাগলুম। কোথায় যাচ্ছি তাও জানি না, কখন যাত্রা শেষ হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। আমাদের শুধু এইটুকু মনে হয়েছিল যে আমরা চাঁদের উপরিভাগের দিকে যাচ্ছি, কারণ পাহাড়ে উঠতে যেরকম কষ্ট হয় আমাদেরও হাঁটতে ঠিক তেমনি কষ্ট হ'চ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে আমরা হয়ত কয়েক শত ফিট্ মাত্র উপরে উঠেছিলুম, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল আমরা কয়েক মাইল হেঁটেছি। হঠাৎ এক জায়গাতে পৌঁছে দেখলুম আমাদের রাস্তা অবরুদ্ধ!

আমরা যে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলুম সেটা ক্রমেই সরু হয়ে একটা বৃহত্তর গুহার মুখে এসে শেষ

হয়েছিল। গুহার মুখ তীব্র নীল আলোতে উদ্ভাসিত এবং সেই আলোতে দেখলুম যে আমাদের সুড়ঙ্গের মুখ মোটা গরাদ দিয়ে খাঁচার মুখের মত করে বন্ধ করা। গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখলুম কিছুদূরে চাঁদের সেই বিশালকায় একটা মৃত জানোয়ার পড়ে রয়েছে এবং কয়েকজন চান্দ্রব কুঠারের সাহায্যে খুট্ খুট্ করে সেটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাটছে। বুঝতে পারলুম এই অতিকায় জন্তুই চান্দ্রবদের ভক্ষ্য। কিন্তু এখানে এরকম করে আট্‌কে থাকা সঙ্গত হবে না; যেমন করে হোক্ গরাদের ভেতর দিয়ে পথ করে আমাদের পালাতেই হবে।

হঠাৎ বিরূপাক্ষ বলে উঠল, "ওহে, এখানে দেখছি সবই সোনা। ওদের কুঠার, বাসন-কোসন, এমন কি এই গরাদগুলো পর্য্যন্ত সোনার।"

বিরূপাক্ষ আমাকে ঠাট্টা ক'রছে কিনা ঠিক বুঝতে পারলুম না; তবু তাকে এক ধমক দিয়ে বললুম, "চুপ, এত জোরে কথা কয় না, ওরা শুনতে পাবে। দেখ, আমার মনে হয় আমরা চাঁদের উপরিভাগের খুব কাছে এসে পড়েছি। এই বিশালকায় জন্তুগুলো হামাগুড়ি দিয়ে কক্ষনো বেশি নীচে নামতে পারে না; সুতরাং এরা যখন এখানে রয়েছে তখন সূর্য্যের আলোতে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে হয়ত অসম্ভব হবে না।"

বিরূপাক্ষ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। তখন গরাদের ভিতর দিয়ে পথ করতে আমি মনোনিবেশ করলুম। একটা গরাদ ধরে জোরে টানতেই সেটা খুলে গেল। গরাদটা বেশ ভারি ও মোটা। তখন চেইন্ ও বর্শা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চারটে গরাদ খুললুম এবং আত্ম-রক্ষার জন্য আমি ও বিরূপাক্ষ দু'হাতে দুটো করে নিয়ে আস্তে আস্তে গরাদের ফাঁকের ভিতর দিয়ে বড় গুহার মুখে এসে দাঁড়ালুম।

গুহার চারদিকে তীব্র নীল আলো; শুধু এখানে-ওখানে বিভিন্ন গুহার অন্তরালে অন্ধকার। আমরা গুহার মুখে এসে দাঁড়াতেই অন্ধকারের এক কোণ থেকে খস্ খস্ করে একটা শব্দ হ'ল এবং একটা বর্শা ছুটে এসে আমার মাথার উপরে গুহার ছাদে লেগে ঝন্ ঝন্ করে নীচে পড়ে গেল। তারপর আর একটা এবং তারপরে একটার পর একটা। কয়েকটা আমি হাত দিয়ে ধরে ফেললুম, কিন্তু একটা আমার কাঁধে লাগল। ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। তখন আমার রক্ত উঠল নেচে। উন্মত্তের মত আমি ঝাঁপিয়ে পড়লুম চান্দ্রবদের মধ্যে; বিরূপাক্ষও আমার পেছনে এল। বর্শাগুলো লম্বা হওয়াতে কাছে থেকে চান্দ্রবরা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারল না, বরং আমাদের গরাদের

আমাদের গরাদের ঘায়ে একজনের পর একজন
ধরাশায়ী হতে লাগল……

ঘায়ে একজনের পর একজন ধরাশায়ী হতে লাগল। আমরা তাদের পায়ের নীচে মাড়িয়ে বিকট উল্লাসে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করলুম। জায়গাটাতে রক্তের নদী বয়ে গেল।

বর্শাধারীর দল পরাজিত হয়ে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে লাগল। আমরা বিজয়োল্লাসে হুঙ্কার দিয়ে তাদের তাড়া করলুম। হঠাৎ আর একদিক থেকে আর এক দল চান্দ্রব আমাদের আক্রমণ করবার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল। এদের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলুম না।

বিরূপাক্ষ বলে উঠল, "পালাও, পালাও।"

"পালাব কি, ক্ষেপেছ?" আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম। তখনও আমার রক্ত-লোলুপতা শেষ হয়নি।

"কিন্তু ওদের হাতে যে বন্দুক র'য়েছে। এখন উপায়?" বিরূপাক্ষ ভীতস্বরে জিজ্ঞেস ক'রল।

আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম এবারে যে চান্দ্রবেরা এসেছে তাদের হাতে এক অদ্ভুত রকমের যন্ত্র র'য়েছে যা' দেখতে অনেকটা আমাদের বন্দুকেরই মত। আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই "হুইজ" করে একটা শব্দ হ'ল এবং বন্দুকের নলের ভিতর থেকে ক্ষুদ্র একটি তীর বেরিয়ে এসে আমার কোটের হাতায় আট্‌কে গেল।

এদলে কতজন চান্দ্রব ছিল তা বোঝবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। তখন কোন রকমে পালিয়ে আত্ম-রক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। নিকটেই সেই অতিকায় জন্তুর চামড়া ছাড়ান ছিল। আমরা সেই কাঁচা কিন্তু পুরু চামড়া গায়ে জড়িয়ে সোজা দৌড়তে স্থুরু করলুম। পেছন থেকে অজস্র তীর এসে চামড়ায় বিঁধতে লাগল। দৌড়তে দৌড়তে খানিক দূর গিয়ে দেখি আমাদের সামনে কয়েকজন চান্দ্রব বন্দুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে। হুড়মুড় করে আমরা তাদের উপরে পড়লুম এবং তারা কিছু করবার আগেই গরাদের ঘায়ে তাদের শেষ করে দিলুম। এমনি করে ক্রমাগত চান্দ্রব বধ করতে করতে আমরা গুহার ভিতরে ছুটতে লাগলুম।

কিছু সময় বোধ হয় আমরা জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়েছিলুম। তা' না হ'লে দিবালোকে উদ্ভাসিত গুহার ভিতর দিয়ে ছুটেও আমাদের সে বিষয়ে খেয়াল ছিল না!

হঠাৎ বিরূপাক্ষর কথাতে আমার খেয়াল হ'ল! "সাদা আলো, সূর্য্যের আলো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ", বিরূপাক্ষ উৎসাহভরে ব'ললে।

একটা জঙ্গলের প্রান্তদেশে প্রখর সূর্য্যের আলোতে পৌঁছে আমরা তখনকার মত চান্দ্রবদের হাত থেকে নিস্তার লাভ করলুম।

দশ

সূর্য্যালোকে বেরিয়েও আমরা কিছুক্ষণের জন্য জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দৌড়তে লাগলুম। যখন মনে হ'ল যে গুহার মুখ থেকে আমরা যথেষ্ট দূরে এসে পড়েছি তখন একটা পাহাড়ের ওপরে দু'জনে পরিশ্রান্তভাবে বসে পড়লুম। ভেতরের স্বাভাবিক বাতাস থেকে বাইরের স্বল্প বাতাসে এসে পড়াতে আমাদের যথেষ্ট কষ্ট হ'চ্ছিল এবং গলার ভেতরে জ্বালা ক'রছিল।

"বিরূপাক্ষ", খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পরে আমি বললুম, "চান্দ্রবরা এখন কি ক'রছে ভাবতে পার? আর আমাদেরই বা কি করা উচিত সে সম্বন্ধে চটপট যা-হোক্ একটা ঠিক করে ফেল।"

বিরূপাক্ষ গম্ভীরভাবে বললে, "আমি তো আগেই

বলেছি হয় গ্রহযানটাকে খুঁজে বার ক'রতে হবে; না হয় ওদের সঙ্গে ভাব ক'রতে হবে।"

"ভাব ওদের সঙ্গে কিছুতেই ক'রব না", আমি দৃঢ়-ভাবে বললুম। "দরকার হ'লে বরং যুদ্ধ করব। তার চেয়ে বরং গ্রহযানটাকে খোঁজা যাক্।"

বিরূপাক্ষ বোধ হয় আমার কথা শুনতে পায়নি। সে এক চোখ বুজে এক হাতের মুঠির ভেতর দিয়ে আকাশে তারার দিকে তাকাচ্ছিল। প্রখর সূর্য্যালোক থাকা সত্বেও আকাশে তারাগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

"আমরা এখানে কতদিন আছি বলতে পার?" সে জিজ্ঞেস করল।

"কোথায়?"

"চাঁদে।"

"দু'তিন দিন হবে হয়ত," আমি বললুম।

"হ'ল না। প্রায় দশদিন। দেখতে পাচ্ছ না সূর্য্য পশ্চিমদিকে প্রায় ঢলে পড়েছে। আর চারদিনে এখানে রাত হবে।" বিরূপাক্ষ বললে।

"কিন্তু আমরা যে এর মধ্যে মাত্র একবার খেয়েছি!"

"তা হ'লেইবা। এখানে সবই আলাদা। এখানকার

একদিন পৃথিবীর চোদ্দ দিনের সমান এবং রাত্রিও ঠিক সেইরকম, পৃথিবীর চোদ্দ রাত্রির সমান।"

"রাত হতে তাহলে আর মাত্র চারদিন বাকী। সর্ব্বনাশ! এর মধ্যে গ্রহযানটাকে খুঁজে বার করতেই হবে। কি করা যায়!" আমি হতাশভাবে বললুম।

চারদিকে গাছপালাগুলো এতক্ষণে এত বড় হয়েছিল যে, যেদিকে চোখ যায় শুধু দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছিল না। এর ভেতর থেকে গ্রহযানকে খুঁজে বার করা যে কি শক্ত ব্যাপার তা আমরা দু'জনেই বুঝতে পারছিলুম না।

তখন বিরূপাক্ষ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "বসে থেকে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এখানে বড় দেখে একটা গাছের মাথায় রুমাল বেঁধে সেইটাকে চিহ্ন করে আমরা দু'জনে দু'দিক থেকে খুঁজতে আরম্ভ ক'রব। তুমি পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এ দু'দিক খুঁজবে এবং আমি যাব উত্তর ও পশ্চিমে। প্রত্যেকটি পাহাড়, প্রত্যেকটি খাদ, ও জঙ্গলের বিভিন্ন অংশ তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে। যদি তেষ্টা পায় বরফ খাবে। যদি খিদে পায় যতক্ষণ পার না খেয়ে থাকবে। যতক্ষণ নড়বার ক্ষমতা থাকে ততক্ষণ গ্রহযান খুঁজবে।" যুদ্ধে যাবার আগে সৈন্যদের

যেরকম করে উপদেশ দেওয়া হয় বিরূপাক্ষও তেমনি করে কথা বলতে লাগল।

"কিন্তু একজনে যদি গ্রহযানটাকে খুঁজে পায়?" আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"তাহলে সে এইখানে রুমাল বাঁধা গাছের কাছে ফিরে এসে আর একজনের জন্য অপেক্ষা ক'রবে।"

"আর যদি কেউ খুঁজে না পায়?" নিশ্চিত ফলাফল জেনেও আমি এই প্রশ্ন করলুম। মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে মৃত্যুকে ভয় পেলে চলে না। "অথবা চান্দ্রবরা যদি আবার আমাদের আক্রমণ করে?"

বিরূপাক্ষ এ কথার কোন জবাব দিলে না।

"আত্ম-রক্ষার জন্য দু'হাতে দু'খানা গরাদ নিয়ে যাও।" আমি বললুম।

কিন্তু বিরূপাক্ষ শুধু গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লে। নিঃশব্দে সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। হৃদ্যতার চিহ্নস্বরূপ আমি সে হাত ধরে কয়েকবার ঝাঁকানি দিলুম। তারপর দু'জনে দু'দিকে যাত্রা করলুম। খানিকক্ষণ পরে যখন পেছনে তাকালুম তখন বিরূপাক্ষ অদৃশ্য হয়েছে, কিন্তু সাদা রুমালটা মৃদুভাবে বাতাসে নড়ছে। যা-ই হোক্ না কেন রুমালটাকে কখন চোখের আড়াল করব না স্থির করে অগ্রসর হলুম।

খানিকক্ষণ পরে মনে হ'ল যেন চিরকাল আমি চাঁদে একা রয়েছি। প্রথমটা খুব মনোযোগ দিয়ে গ্রহযানটা খুঁজলুম, কিন্তু একটু পরেই অত্যন্ত গরম ও বাতাসের স্বল্পতার জন্য পরিশ্রান্ত হয়ে একটা পাহাড়ের তলায় বসে পড়লুম। আমার উদ্দেশ্য ছিল একটু জিরিয়ে নেয়া, কিন্তু আস্তে-আস্তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম তা' নিজেই টের পেলুম না। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন সূর্য্য পশ্চিম দিকে আরও ঢলে পড়েছে—বোধ করি সন্ধ্যা হবার বেশি বাকী ছিল না। আতঙ্কে আমি লাফিয়ে উঠলুম। সন্ধ্যা মানেই—প্রচণ্ড শীত, বরফ ও নিশ্চিত মৃত্যু! তখন গ্রহযানের আশা ছেড়ে দিয়ে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে বিরূপাক্ষকে খোঁজবার জন্যে আমি ছুটতে লাগলুম। হঠাৎ কয়েক হাত দূরে গভীর অরণ্যের ভিতরে সূর্য্যের আলো কি একটা বস্তুতে প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে এসে লাগল। চান্দ্রবদের নতুন কোন কারসাজি মনে করে সেখান থেকে আমি পালিয়ে যাচ্ছিলুম, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ একটু পরেই জিনিষটা কি দেখবার জন্য আমার কৌতূহল হ'ল। আমি একলাফে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলুম গ্রহযানটা পড়ে রয়েছে।

পাগলের মত আমি তখন আনন্দে চারদিকে চীৎকার করে লাফাতে লাগলুম। ফাঁসি কাঠ থেকে আসামীকে ছেড়ে দিলে তার মনে যে-আনন্দ হয়, আমেরিকা আবিষ্কার করে কলম্বসের মনে যে-আনন্দ হয়েছিল, তখন আমারও তার চেয়ে কম আনন্দ হয়নি।

"বিরূপাক্ষ", আমি চীৎকার করে বললুম, "গ্রহযানটা পাওয়া গেছে।" তখনকার মত ভুলে গেলুম যে দূর থেকে বিরূপাক্ষ আমার কথার এক বর্ণও শুনতে পাবে না।

ম্যানহোলের মধ্য দিয়ে গ্রহযানের ভেতরে ঢুকলুম। সবই ঠিক আছে। এক কোণে সেই পুরণো "প্রবাসী" খানা পর্য্যন্ত রয়েছে। তখন আবার আমার মনে পড়ল পৃথিবীর কথা—সেই চির-পরিচিত জন্মভূমির কথা। ইচ্ছে হ'ল এই মুহূর্ত্তে সেখানে ফিরে যাই। দেশকে আমি এত ভালবাসি তা' আবিষ্কার করে বিস্মিত হলুম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বিরূপাক্ষকে। সে হয়ত এখনও গ্রহযানটাকে খুঁজে হায়রাণ হচ্ছে। তখন হাতের গরাদ দু'টো গ্রহযানের ভেতর রেখে আবার যাত্রা করলম নিরুদ্দেশ বিরূপাক্ষকে খুঁজতে।

রুমালের কাছে এসে চারদিকে তাকালুম—কোথাও বিরূপাক্ষকে দেখতে পেলুম না। বিরূপাক্ষর হাতের

গরাদ দুটো দেখলুম সেখানেই পড়ে রয়েছে। তখন সেই দুটো হাতে করে আমি তাকে খুঁজতে সুরু করলুম। খানিকদূর গিয়ে এক জায়গাতে মনে হ'ল গাছগুলি অনেক লোকের পায়ের চাপে ভেঙ্গে পড়েছে। আর একটু দূরে গিয়েও একই দৃশ্য চোখে পড়ল। তখন আমি খুব সাবধানে অগ্রসর হতে লাগলুম। হঠাৎ এক জায়গাতে খানিকটা রক্ত দেখে থমকে দাঁড়ালুম। তারই দু'এক হাত দূরে পড়ে রয়েছে এক টুক্‌রো কাগজ। আমি তৎক্ষণাৎ কাগজখানা কুড়িয়ে নিয়ে পড়লুম :

'হঠাৎ পড়ে গিয়ে আমার হাঁটুর খানিকটা কেটে রক্ত পড়ল। ওরা অনেকক্ষণ থেকে আমাকে তাড়া ক'রছে। আমি দৌড়ে পালাচ্ছিলুম, কিন্তু পা'র ব্যথার জন্যে আর বোধ হয় দৌড়তে পারব না। আমাকে শীগ্‌গীরই ওরা ধরে ফেলবে। গ্রহযান খুঁজে পেলে তুমি পালিয়ে যেও।'

চিঠিটা তাড়াতাড়িতে কোনরকমে লেখা। বুঝতে পারলুম বিরূপাক্ষ এতক্ষণে ধরা পড়েছে। মাটিতে রক্তের দিকে তাকিয়ে দেখলুম—এখনও বেশ টাট্‌কা, সুতরাং, মনে হ'ল, ওরা বিরূপাক্ষকে নিয়ে এখনও বেশি দূর যেতে পারেনি। বিরূপাক্ষ ধরা পড়বার আগে চিঠি লিখেছে এবং চিঠি লেখবার আগে রক্তপাত হয়েছে; রক্তটা

এখনও যখন টাটকা তখন বড় জোর মিনিট পনের হ'ল সে ধরা পড়েছে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই ওরা বেশি দূর যেতে পারেনি। কিন্তু চান্দ্রবদের দলে কতজন আছে একথা সে চিঠিতে লেখেনি। তা' জানবার হয়ত সে সুযোগও পায়নি। এসব কথা আমার এক মুহূর্ত্তে মনে হ'ল এবং চান্দ্রবদের দলে যতজনই থাকুক, গরাদ দুটো শক্ত করে দু'হাতে ধরে, বিরূপাক্ষকে সাহায্য করবার জন্য ব্যাকুলভাবে আমি এগিয়ে গেলুম। ইতিমধ্যে গ্রহযানটা ফিরে পাওয়াতে আমার সাহস যেন দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। ভাঙ্গা গাছপালা আমাকে পথ নির্দ্দেশ করে দিলে।

খানিকদূর গিয়ে একটা পাহাড়ের ওপর থেকে আমি চান্দ্রবদের দেখতে পেলুম। তারা সংখ্যাতে বোধ করি চল্লিশ জনের কম হবে না। তাদের মাঝখানে দশ-বারো জন চান্দ্রব বিরূপাক্ষকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলেছে। এতগুলো চান্দ্রবের সঙ্গে একা লড়াই করা সম্ভব নয়; তার ওপরে ওদের হাতে ছিল বর্শা, বন্দুক ইত্যাদি। আমার একমাত্র আশা ছিল হঠাৎ মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে ওদের ভয় পাইয়ে দেয়া—তখন ভূত-টূত ভেবে ওরা যদি ভয় পেয়ে পালায়। কিন্তু তখন আর চিন্তা করবার বেশি সময় ছিল না—সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

আস্তে-আস্তে আমি ওদের দিকে এগুতে লাগলুম এবং কাছে এসে চীৎকার করে আক্রমণ করলুম। এরকম আকস্মিক আক্রমণে বোধ করি বিস্মিত হয়ে ওরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চান্দ্রবদের প্রস্তুত হবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তই আমার সময়—এর মধ্যে ওদের শেষ করতে হবে, এই ভেবে আমি দু'হাতে চান্দ্রব বধ করতে আরম্ভ করলুম। দেখতে দেখতে দশ-পনের জন চান্দ্রব ধরাশায়ী হ'ল। যারা বিরূপাক্ষকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না। ভয় পেয়ে তারা পালাতে লাগল এবং তাদের দেখাদেখি বাকী ক'জনেও ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে লাগল।

তখন বিরূপাক্ষকে বললুম, "চল, এইবেলা পালাই। গ্রহযানটা পাওয়া গেছে। একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে আর ভাবনা নেই।"

বিরূপাক্ষ হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললে, "আমার পা' কেটে গেছে; দৌড়তে পারব না।"

"পারতেই হবে", আমি বললুম। "পা' ভেঙ্গে গেলেও দৌড়তে হবে। আবার ওরা আক্রমণ করলে আর রক্ষা থাকবে না—নিশ্চিত মৃত্যু। প্রাণ বাঁচলে ভাঙ্গা পা' জোড়া লাগাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে।"

হেঁচ্‌কা টানে বিরূপাক্ষকে তুলে ওকে ধরে যথাসাধ্য

দৌড়তে লাগলুম। মাঝে মাঝে বিরূপাক্ষ বসে পড়ছিল এবং অত্যন্ত অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল; আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলুম যে সে পরিশ্রান্ত, কিন্তু উপায় নেই। এমনি করে খানিকক্ষণ চলবার পরে একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে একটা পাহাড়ের নীচে দু'জনে বসে পড়লুম। বোধ করি দশ মিনিট পরে খানিকটা দূর থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে ব্যাপার কি জানবার জন্যে আমি পাহাড়ের ওপরে উঠ্‌লুম। ব্যাপার দেখে আমার তো চক্ষুস্থির!

পঙ্গপালের মত চান্দ্রবরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তখনও তারা প্রায় আধ মাইল দূরে এবং তাদেরই সমবেত কথা বলার কিচির-মিচির শব্দ আমাদের কানে এসে পৌঁছচ্ছিল। এবারে আর তারা সংখ্যায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন নয়—হাজারে হাজারে; এবং যেরকম বেগে তারা ছুটে আসছিল তাতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই যে আমাদের ধরে ফেলবে—সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রইল না। এদিকে বিরূপাক্ষেরও আর চলবার ক্ষমতা ছিল না বললেই চলে। গ্রহযানটাও বেশি দূরে নয়—শেষটায় অল্পের জন্য চান্দ্রবদের হাতে ধরা দিতে হবে!

একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্যে মরণ-বাঁচন পণ

করে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে বিরূপাক্ষকে কাঁধে তুলে আমি ছুট্‌তে লাগলুম। খানিকটা দূরে গিয়ে ফিরে তাকালুম, চান্দ্রবরা আরও কাছে এসে পড়েছে। আর তিন মিনিটের ভেতরে আমরা ধরা পড়ব। প্রাণপণ শক্তিতে লাফ দিয়ে আমি কয়েক গজ দূরে নামলুম; বিরূপাক্ষ আমার কাঁধ থেকে ছিট্‌কে পড়ে গেল। আবার তাকে তুলে নিয়ে লাফ দিলুম—আবার—আর একবার। এই শেষ। অবশ দেহ নিয়ে প্রায় মূর্চ্ছিতের মত আমরা গ্রহযানের কাছে ছিট্‌কে পড়লুম।

ম্যানহোলের ভিতর দিয়ে বিরূপাক্ষকে কোন রকমে ঠেলেঠুলে গ্রহযানের ভেতরে পাঠালুম এবং আমিও অত্যন্ত কষ্টে ঢুকলুম। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ক্ষত-বিক্ষত হ'লেও বিপদের সম্মুখীন হওয়াতে মন আমাদের সজাগ ছিল। বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ অক্সিজেনের টিউব থেকে গ্রহযানের ভেতরে অক্সিজেন গ্যাস্ ছাড়তে লাগল যাতে ম্যানহোল বন্ধ করবার পরে আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কোন কষ্ট না হয়। আমি ম্যানহোলটাকে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিতে লাগলুম। আমাদের কাজ শেষ হবার আগেই চান্দ্রবরা কিচির-মিচির করতে করতে গ্রহযানটাকে ঘিরে ফেলল। আমি শেষ স্ক্রুটা এঁটে দিলুম। ক্লিক্ করে একটা শব্দ হ'ল—গ্রহযানের সব

জানালাগুলি বন্ধ হয়ে গেল এবং বিপুল বেগে মহাশূন্যে ধাবিত হ'ল। খানিকক্ষণ পরে একটা জানালা খুলে দেখলুম চান্দ্রবরা অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে এবং মাঝে মাঝে বর্শা তুলে আস্ফালন ক'রছে।

কয়েকদিন শূন্যে বিচরণ করে সূর্য্য, মঙ্গলগ্রহ ইত্যাদি দ্বারা আকর্ষিত হয়ে আমরা পৃথিবীর দিকের জানালা খুলে দিলুম—যাতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ গ্রহযানকে আকর্ষণ করতে পারে। ক্রমে আমরা পৃথিবীর এত কাছে এসে পড়লুম যে বাড়ী-ঘর অত্যন্ত আবছায়া ভাবে আমাদের চোখে পড়তে লাগল। এতদিনে আমরা উভয়েই অনেকটা সুস্থ হয়েছিলুম। বিরূপাক্ষ তখন ম্যাপ, স্কেল্ ও কম্পাস্ নিয়ে অঙ্ক কষতে লেগে গেল যাতে আমরা কলকাতায় নামতে পারি। নানারকম অঙ্ক কষবার—যার কিছুই আমার মগজে ঢোকেনি—ও দিক্‌পরিবর্ত্তন করবার পরে একদিন এক বিস্তৃত মাঠে গ্রহযানটা নামল। চারদিকে অন্ধকার—গ্রহযানটা কোথায় পড়ল কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। আমাদের সঙ্গের ঘড়ী অনেক আগেই চাঁদে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে কোথায় ঢং ঢং করে দশটা বাজল। বুঝতে পারলুন রাত তখন দশটা।

ম্যানহোল খুলে দু'জনে ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। আঃ কি আরাম! সেই চির-পরিচিত তারা-খচিত আকাশ ও নির্ম্মল বায়ু। চারদিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, "এটা কলকাতার ময়দান; বেশি রাত হয়েছে বলে এত নির্জ্জন।"

তখনও ময়দানে দু'চারজন লোক চলাফেরা করছিল। এখন সমস্যা হ'ল কি করে বাড়ী ফেরা যায়। প্রায় কুড়ি দিনের দাড়ি ও জীর্ণ পরিচ্ছদ নিয়ে লোকালয়ে বেরুনো অসম্ভব। সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটা ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী। সেইটাকেই ডাকলুম। আমাদের চেহারা ও পরিচ্ছদ দেখে গাড়োয়ান ভ্রূক্ষেপ না করে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে কয়েকটা টাকা দিতেই সে সেলাম করে গাড়ীর দরজা খুলে সরে দাঁড়িয়ে আমার হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগল। (ফিরে এসে দরকার হতে পারে মনে করে আমরা গ্রহযানের ভিতরে কিছু টাকা রেখেছিলুম।) আমরা ঠিক করলুম গ্রহযানটাকে ময়দানে রেখে শুধু সোনার গরাদ চারটে নিয়ে বাড়ী যাব। (হাজার বিপদের সামনে পড়েও সোনার গরাদ চারটে আমি সঙ্গে আনতে ভুলিনি। এ থেকে তোমরা আমার ব্যবসা-বুদ্ধি বুঝতে পারবে।) ম্যানহোলের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে একটা গরাদ ধরে টানলুম, কিন্তু এত ভারি

মনে হ'ল যে তা' একার পক্ষে নড়ান অসম্ভব। একটা বাপে খেদান মায়ে তাড়ান ছোকরা এতক্ষণ গ্রহযানের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল। এখন তার সাহায্যে গরাদগুলো টেনে বার করে দু'জনে দু'দিক ধরে একটা একটা করে গাড়ীতে তুলে বাড়ীর দিকে রওনা হলুম।

ছ্যাক্ড়া গাড়ী বেশি জোরে চলে না। খানিকদূর যেতেই "হুইজ" করে একটা শব্দ আমরা শুনতে পেলুম। বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ খোঁড়া পা' নিয়ে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ল এবং মাথায় হাত দিয়ে রাস্তার ওপরে বসে পড়ল।

"কি হ'ল ?" আমি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

"সেই ছোঁড়াটা", বিরূপাক্ষ হতাশভাবে বললে। "ছোঁড়াটা নিজেও ম'ল, আমার গ্রহযানও চিরকালের মত হারিয়ে গেল। ছোকরা বোধ হয় ভেতরে ঢুকে কলকব্জা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল ; এখন গেল সে গ্রহযান শুদ্ধ মহাশূন্যে উঠে।"

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে বিরূপাক্ষ হঠাৎ ব্রেইন্ ফিভারে মারা যায়। তার আকস্মিক মৃত্যুতে

বিজ্ঞান-জগতের যে কি ভয়ানক ক্ষতি হ'ল তা' আমি ছাড়া আর কেউ জানতে পারল না।

সোনার গরাদগুলি বিক্রি করে আমি যে পরিমাণ টাকা পেলুম তাতে আমার তিন পুরুষ অবধি রাজার হালে কেটে যাবে।

শেষ